সাগরের-ডাক

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

সাগরের ডাক

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

মূল্য ।৵০

প্রকাশক—শ্রীচিন্তাহরণ গুহ
গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস,
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ইণ্ডিয়া প্রেস,
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,
কলিকাতা।

'সাগরের ডাক'

যাঁহার অপার করুণা-কণার

অস্ফুট অভিব্যক্তি,

তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে

ইহা

নিবেদন করিলাম।

নিবেদন

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সুহৃদ্‌বর কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় এই নাটকের অধিকাংশ গানে সুর-সংযোগ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, ইতি।

১৩২২ মাঘ

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

সাগরের ডাক

উল্টাডাঙা—গলি

বঙ্কিম

অত চুপচাপ কেন, মধু ?

মধু

চুপচাপই আজ ভাল লাগ্‌ছে।

বঙ্কিম

এতদিন ত লাগেনি। আজ কেন ?

মধু

চিরদিন কি একভাবেই যায় ?

বঙ্কিম

তা যায় না বটে। কিন্তু অভ্যাস বলে' ত একটা জিনিষ আছে। তা হঠাৎ বদলায় কি ? ছোটবেলা থেকেই তোমাকে দেখে আস্‌ছি—এমনতর ত কোনদিন দেখিনি ; এমন তুমি হ'তে পার, তাও ত আমার ধারণা ছিল না। আজ তোমার হয়েছে কি ?

মধু

"কি হয়েছে, তা আমি নিজেই এখনো ধরতে পারিনি। তবে আজ কারু সঙ্গ ভাল লাগ্‌ছে না, এটা বুঝ্‌তে পারছি।

বঙ্কিম

কি হয়েছে, তাও টের পাওনি। অথচ কারু সঙ্গও ভাল লাগ্‌ছে না। কোন নতুন রোগের সৃষ্টি হল না কি? না, ভাই, খুলে বল, ব্যাপার খানা কি। তুমি নিশ্চিত আমায় গোপন করছ।

মধু

গোপন ঠিক নয়, বঙ্কিম। মনের মধ্যে কখনও এক একটা ভাব জাগে, যা এত ধোঁয়াটে যে নিজের কাছেই তার ঠিক মূর্ত্তিটা ধরা পড়ে না, এমন কি তার কারণটাও অস্পষ্ট থেকে যায়।

বঙ্কিম

তোমার ভাবান্তরের কারণটা কি, শুন্‌তে পারি? না, তাও টের পাও নি?

মধু

কি হবে শুনে?

বঙ্কিম

শুন্‌লে কি দোষ?

মধু

শুন্‌লে তুমি ঠাট্টা করবে।

বঙ্কিম

কেন, ঠাট্টাই কি আমার ব্যবসা?

মধু

শুন্‌বে ?

বঙ্কিম

নইলে এত বক্তৃতা কর্‌ছি কি জন্যে ?

মধু

যথার্থই শুন্‌বে ?

বঙ্কিম

হাঁ গো হাঁ।

মধু

কাল বিকেলে একটা পথিক গান করে' যাচ্ছিল।

বঙ্কিম

তাই কি ?

মধু

তার গান্‌টা বড় মিঠে—গলাটাও ভারী মিষ্টি।

বঙ্কিম

কিসের গান ?

মধু

সাগরের।

বঙ্কিম

এই শুক্‌নো ডাঙার রাজ্যে সাগরের গান ত বিস্তর শোনা গেছে—সেটায় আর নূতনত্ব কি ?

মধু

নূতনত্ব ?—হাঁ, তা আছে বই কি।

চিরপুরাতনই যে নতুন হয়ে মাঝে মাঝে আমাদের সাম্‌নে দাঁড়ায়। শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সে বসে থাকে।

আচ্ছা, ভাই, তোমার কি সাগর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না?

বঙ্কিম

না, অমন ইচ্ছেকে আমি ক্ষ্যাপামির মধ্যেই গণনা করি। তার চেয়ে কিসে দু' পয়সা আসে, তার উপায় চিন্তা কর্‌লে কায দেয়। সাগর দেখে আমার লাভ?—অন্নের সংস্থান হবে?—সংসার চল্‌বে? এ ডাঙার দেশ, এখানে হাঁট্‌তে হবে, ফির্‌তে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাট্‌তে হবে। এখানে সাগরের কোন প্রয়োজন নেই—এখানে তার কথাটা পর্য্যন্ত অলসের স্বপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মধু

তাইত, তুমি প্রয়োজনের নিক্তিতে সব ওজন করে' বেড়াচ্ছ! তুমি আমার ভাবটা বুঝ্‌বে না, কেন না তার প্রয়োজনটা তোমায় আমি এখন ভাল করে' বুঝিয়ে দিতে পার্‌ব না।

বঙ্কিম

বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমার কাছে ধোঁয়াটে হলেও তোমার ভাবটা আমার কাছে আর ধোঁয়াটে নয়। তুমি সাগরের গান শুনে' সাগর দেখবার জন্যে পাগল হতে চলেছ—ঐ যা অনেকেই হয়েছেন। সংসারটা মাটি কর্‌বে দেখ্‌ছি। তোমাকে বুদ্ধিমান বলে' আমার ধারণা ছিল। সে ধারণাটা বদ্‌লিয়ে দাও কেন?

মধু

না, আর কথা নয়। তোমার যা বল্‌বার বলে গেলে, এখন কায থাকে, সরে' পড়্‌তে পার। কেযো লোক,—সময় নষ্ট কর্‌বে কেন?

বঙ্কিম

তা ঠিক বলেছ। ক্ষ্যাপার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাক্‌লে কায নষ্ট হবারই কথা। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই,—মনে রেখো। লেখা পড়া শিখেছ, বুদ্ধিও আছে, সে গুলোকে অপব্যয় ক'রো না। একটা খেয়ালের ঝোঁকে ঘুরে মরবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সাগর আছে কি না আছে, কোথায় আছে, দেখ্‌তে কেমন—এ সব বাজে বিষয় ভেবে সাংসারটা অধঃপাতে দিয়ো না। সংসারটাই সত্য—তার উন্নতির জন্যেই চেষ্টা কর। যেটা থাকা না থাকা উভয়ই সমান—যেটা কোন দরকারেই লাগ্‌বে না, তার জন্যে জীবনপাত করা মানুষের ধর্ম্ম নয়। (প্রস্থান)

মধু

কি উৎপাত! বেশ চুপচাপ ছিলাম, মনের এককোণে একটা আনন্দের আভাস জাগ্‌ছিল। হঠাৎ দম্‌কা হাওয়ায় বুঝি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল রে!

সত্যি কি?—এই উল্টাডাঙায় ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, নাওয়া পরার মধ্যে ডুবে থাকাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র লক্ষ্য? তা ছাড়া আর সব বাজে? সাগর এখানে মিথ্যা? তার কথা বলাও পাগলের প্রলাপ? তবে সাগরের দিকে এত লোক ছুটবার কথা শুনতে পাই কেন? বাড়ীঘর বিকিয়ে দিয়ে, ধনদৌলত পায়ে ঠেলে কত লোক ত আজও ছুট্‌ছে। কোন্‌টা সত্য?—সাগর, না ধনদৌলত? পাগল কারা?—যারা ছুট্‌ছে, তারা? না, যারা এই সব আঁকড়ে ধরে' পড়ে আছে, তারা?

ঐ যে নিবারণ দা আসছেন। দেখি, উনি কি বলেন।

নিবারণ

কিহে মধু, কি করছ এখানে ?

মধু

কিছু না।

নিবারণ

এমন সময়টা কিছু না করে' কাটিয়ে দিচ্ছ ?

মধু

কি করব, নিবারণ দা ?

নিবারণ

এই যা কিছু নিয়ে একটু আমোদ।

মধু

সেটা কি একটা কায হবে ?

নিবারণ

আমোদই ত দুনিয়ায় কায হে। তাছাড়া আর যা কিছু, সবই ত খাটুনি—ওতে তোমার নিবারণ দা নেই। চল, আড্ডায় চল, একটা কি খেলা যাবে।

মধু

না, নিবারণ দা, আজ মাপ করতে হবে।

নিবারণ

সে কি ? মুখখানা অত গম্ভীর কেন ? কি ভাবছ ? আরে ভাবাটাও যে মস্ত একটা খাটুনি ! ছি ! ছি ! শরীর নষ্ট করতে আছে ? তার চেয়েও মূল্যবান সময় নষ্ট করতে আছে ? দু দণ্ডের জীবন বইত নয় ! আমোদ কর—আমোদ কর।

গান

(পিলু—খং)

নিমেষ তরে রসের বাটি
সাম্‌নে শুধু পাই,
ফেল্‌ব তারে কেমন করে',—
চাইব্‌ কারে ভাই ?
থাক্‌রে গভীর তত্ত্ব-কথা,
থাক্‌রে কাযের মস্ত ব্যথা—
জীবনটারে পণ্ড করা
সাধ্য মম নাই।
ঐ রসটা আমার সত্যি জেনে,
ভয়-ভাবনায় তুড়ি হেনে,
চুমুক দিব—নিমেষ যাবে—
রইবে পড়ে' ছাই !

কি গো, পেচক বাহাদুর, মনে লাগ্‌ল ? আঁখি ত মুদ্‌তেই হবে, আর মুদ্‌লেই সব অন্ধকার, তখন আগে থাক্‌তে মুদে লাভ কি ? না, বাজে বক্‌বার সময় নেই। যাবে কি না বল ?

মধু

না।

নিবারণ

তবে থাক পড়ে' অন্ধকারে। সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়। আমি চ'ল্লাম।

মধু

শোন।

নিবারণ

কি ?

মধু

আচ্ছা, তোমার কখনও কি কোন ভাবনা আসে না ?

নিবারণ

না।

মধু

এ হ'তেই পারে না।

নিবারণ

তবে আসে !

মধু

না, না সত্যি বল।

নিবারণ

আসে,—যখন আমোদের বিঘ্ন জোটে।

মধু

তবে ?

নিবারণ

তবে কি হে ? আমি কি তাতে ডরাই ? নতুন আমোদ সৃষ্টি কর্‌তে আমার কণামাত্রও বিলম্ব হয় না।

মধু

তুমি কেবল আমোদই চাও, নিবারণ দা।

নিবারণ

ঠিক বুঝেছ। আমোদই চাই।

মধু

তবে নতুন একটা আমোদ কর না।

নিবারণ

কি?

মধু

তুমি হাসবে।

নিবারণ

বল না কি?

মধু

সাগর দেখ্‌বার—

নিবারণ

না—না, ওটা একেবারেই আমোদ নয়—বরং তার উল্টো। হাতের কাছে যা পাই, তাই নিয়েই আমার আমোদ। দূরের জিনিষে—অজানার রাজ্যে পা বাড়াবার সখ আমার কিছুমাত্র নেই।

মধু

তবে যাও।

নিবারণ

যাচ্ছি। কিন্তু এই সখটার জন্যেই কি তুমি মুখ ভার করে' রয়েছ? —ওটা ত সাগর দেখ্‌বার সখ নয়, জীবনটা তাড়াতাড়ি নষ্ট করবার সখ! দুদণ্ডকে একদণ্ডে নিয়ে যেতে আমোদ পাও, কর। কিন্তু আমি তা কর্‌তে পারব না। যাই—পালাই।

(সহসা তুড়ি দিয়া শীস দিতে দিতে প্রস্থান)

মধু

সাগরকে তবে কি কেউ চায় না? তাকে চাওয়াটাই মস্ত একটা ব্যর্থতা?

[গান করিতে করিতে ফুল দূর্ব্বা লইয়া কতকগুলি বালিকার প্রবেশ]

গান

পুণ্যিপুকুর কর্‌বি কে গো
চল্ লো ত্বরা চল্।
শুক্‌নো ডাঙা ভিজিয়ে দিব
এনে সাগর-জল।
বোশেখ মাসের দারুণ খরায়,
ছাতি সবার ফাট্‌ছে তিষায়,
আগুন হাওয়া হল্‌কা হেনে
বইছে অবিরল!
চল্‌লো ত্বরা চল্।
"সাগর—সাগর" ডাক্‌লে পরে,
বান ডাকিবে শুক্‌নো সরে,
মরা নদী ছুট্‌বে ভরা,
মিল্‌বে হাতে ফল।
চল্‌লো ত্বরা চল্।

মধু

কিগো, বাছারা—তোমরা পুণ্যিপুকুর কর্‌তে চলেছ? কেমন করে' কর্‌বে?

একজন

সে কি গো!—তুমি পুণ্যিপুকুর দেখনি?

মধু

না।

একজন

তোমাদের বাড়ীতে বুঝি মেয়েছেলে নেই ?

মধু

আছে।

একজন

তারা করে না ?

মধু

না।

একজন

বা—রে—বা! পুণ্যিপুকুর করে না! শুন্‌ছিস লা ?—কেমন ধারা মেয়ে!

মধু

বল—কেমন করে' কর্‌বে ?

একজন

এই—খানিকটা মাটি খুঁড়ে' ছোট্ট একটা পুকুর কাটব—একহাত লম্বা, একহাত চওড়া। তার বেশী বা কম হওয়া দোষের। তাতে জল ঢেলে ফুল ডুব্বো দিয়ে পূজো কর্‌ব। দক্ষিণ মুখো হয়ে' পূজো কর্‌তে হয়,—সকলে মিলে এক সঙ্গে।

মধু

তারপর ?

একজন

তারপর সকলে সেই জলে হাত দিয়ে বল্‌ব—

"পুণ্যিপুকুর-জল—
পুণ্যিসাগর-জল,
এই জলে আজ ঠাণ্ডা হবে
তপ্ত ধরাতল !—
টিপ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌"

তিনবার বলে' গড় করলেই পূজো সাঙ্গ হলো।

মধু

বেশ ত পূজো ! একবার দেখ্‌তে যাব। কোথায় হবে ?

একজন

গণ্ডীপাড়ায়।

মধু

আচ্ছা, তোমরা এস।

[বালিকাদের প্রস্থান]

পুণ্যিপুকুর করে' এরা সাগরকে ডাকৃছে—ভাব্‌ছে পুণ্যিপুকুরের জলেই সাগর জলের আবির্ভাব হবে ! কি সরল বিশ্বাস ! ঐ বিশ্বাসেই ওদের পুণ্যি, ঐ বিশ্বাসেই ওদের আনন্দ ! কতকাল ধরে' এই ব্রতটা চলে' আস্‌ছে, কিন্তু আজও কেউ সাগর জলের দেখা পেল না। কে এই ব্রতটা উদ্‌যাপন করে গেছে ? সে কি সাগরের সন্ধান পেয়েছিল ? সে কি সাগর দেখেছিল ? না, মিথ্যা একটা কল্পনা দিয়ে এদের আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করে' গেছে ? মিথ্যাই যদি হয়, তবে আজও সে মিথ্যা ধরা পড়্‌ল না কেন ?—এমন ব্যর্থ বিশ্বাস এরা হারাল না কেন ? না—না, সাগর আছে। নইলে প্রাণ তাকে দেখ্‌তে চায় কেন ?

[গলি

সাগর—সাগর, তুমি নাই? থাক্‌লে, কোথায় আছ? আমি তোমায় দেখ্‌ব। দেখ্‌তে কি পাব না?

গান

বেহাগ

ধূলায় ধাঁধে নয়ন,
(আমার) পথে আঁধার ছায়—
দেখ্‌তে যারে চাহি,
তারে দেখাই হ'ল দায়!
নানান্‌ জনের কথা ঘেঁটে,
দিবস আমার যাচ্ছে কেটে,
ডাঙার দেশে
কেউ বলে না
সাগর কোথা—হায়!
জানে কি কেউ তাহার কথা?
পায় না কি কেউ গভীর ব্যথা?
হয় না কি প্রাণ
ব্যাকুল কারু
দরশ-লালসায়?

—*—

উল্টাডাঙা—গণ্ডীপাড়া

অচলদেব

কাযটা ভাল কর্‌ছ না, চঞ্চলকুমার।

চঞ্চলকুমার

মন্দই যে কর্‌ছি, তার প্রমাণ কি?

অচলদেব

মন্দ নয়?—বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তা না করা মন্দ নয়?

চঞ্চলকুমার

আপনারাই কি তা কর্‌ছেন?

অচলদেব

করছিই ত মনে হয়।

চঞ্চলকুমার

শোওয়া বসা, ওঠা নামা, খাওয়া পরা, চলা ফেরা, আদব কায়দা সবই কি ঠিক আছে? সময়-গুণে, সুযোগ বুঝে অনেক জিনিষ কি আপনাদের বদলাতে হয় নি?

অচলদেব

তা কিছু কিছু বদ্‌লালেও মূলে আমাদের ঠিক আছে। তোমরা যে মূলপর্য্যন্ত উল্‌টিয়ে দিচ্ছ!

চঞ্চলকুমার

কোন্‌টা মূল আপনাদের?

অচলদেব

ঐ ত—তা পর্য্যন্ত তোমাদের জানা নেই! বলি, দেবাক্ষর পড়্তে পার?

চঞ্চলকুমার

তার সঙ্গে মূলের কি সম্পর্ক?

অচলদেব

তা পরে হবে। বল, দেবাক্ষর পড়্তে পার কি না।

চঞ্চলকুমার

দেবাক্ষর আবার কোন্‌গুলো?

অচলদেব

তা-ও জান না? ওঃ—কপাল!

চঞ্চলকুমার

জানি খুব ভালই। কিন্তু আমি দেবাক্ষর বলি না। দেব দেবী আবার কি? যত সব ছাই ভস্ম! নরাক্ষর বলুন, মান্‌তে রাজী আছি।

অচলদেব

পাষণ্ড নাস্তিক কোথাকার! তোর মুখ দেখ্‌লেও অশুচি হয়। তুই এতদূর গোল্লায় গিয়েছিস্ তা'ত জানতাম না। ঐ নবীন দেড়েই তোর মাথাটা খেয়েছে, দেখ্‌ছি। দেবদেবী মান না, এতখানি অহঙ্কার? রোস, শীগ্‌গিরই টেরটা পাবে।

চঞ্চলকুমার

সেই টেরটা পাওয়ার জন্যেই ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাঁরা থাকেন ত বেশ সাম্‌নাসাম্‌নি এসে দাঁড়ান না, লড়াই করে' তাঁদের দেবত্বের পরিচয়টা নি! শুধু নাম শুনে কি আর ভয় করা চলে?

তা যা'ক। এখন কোন্‌টা মূল আপনাদের, বলুন, দেখি।

অচলদেব

তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করাও পাপ।

চঞ্চলকুমার

দশবার আচমন করলেই তা খণ্ডে যাবে! কেমন, পুঁথিতেও ত তাই লেখে?

অচলদেব

হুঁ, আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আজ থাকৃত সমাজের শাসনদণ্ড হাতে, তাহলে বুঝিয়ে দিতাম বেয়াদবির মজা।

চঞ্চলকুমার

দণ্ডটা দোর্দ্দণ্ড ভাবে ব্যবহার করাতেই আজ হাত থেকে খসে পড়ে গেছে। শূন্য হাত আর শূন্যে ঠুকিয়ে মরেন কেন?

এখন বলুন, মূলের কথাটা।

অচলদেব

আজ এমন শুভদিনটা মাটি হল, দেখ্‌ছি। কি কুক্ষণেই ভোর হয়েছিল!

চঞ্চলকুমার

মূল বুঝি আদপেই জানা নেই—তাই অত রাগ রঙ্গ!

অচলদেব

বেণাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ? অমন বিধর্ম্মী যারা, তারা তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারবে না।

চঞ্চলকুমার

বলে'ই দেখুন বুঝতে পারি কি না।

অচলদেব

হাজার জন্ম সাধনা কর্, তারপর বুঝ্তে আসিস্। সোজা কথা কি না? এক বিন্দু শ্রদ্ধা নেই—অম্নি শুন্লেই হল? ন দেয়ং শ্রদ্ধা-হীনায়—যা, তোকে কিচ্ছু বল্ব না।

চঞ্চলকুমার

তবে শোন্বার সম্ভাবনা নেই?

অচলদেব

না।

চঞ্চলকুমার

বেশ। তবে আসি। নমস্কার, ঠাকুর মশাই।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

অচলদেব

বাঁচা গেল। কিছু দেখ্বে না, শুন্বে না, মান্বে না—গোঁয়ার গোবিন্দের মত ঘুরে' বেড়াবে, আর সেইটাই এরা বিজ্ঞত্বের লক্ষণ বলে' মনে করেছে। উচ্ছন্ন গেল! উচ্ছন্ন গেল! দেখ ত ছেলেটার আস্পর্দ্ধা—আমাকে এসেছে ঠাট্টা কর্তে! আর যাবার সময় দিয়ে গেল কি না "নমস্কার"! আরে, এ অচল শর্ম্মার পায়ের ধুলো পেলে কত লোক বহু জন্মের ভাগ্যি মনে কচ্ছে—তাকে কি না অবহেলা? অধঃপাতে যাওয়ার আর কি বাকি আছে?

ঐ যে আর একটি নব্য যুবক আস্ছেন। ও বেটাদের দেখ্লেই গা জ্বলে যায়। সব গুলোই উচ্ছৃঙ্খলতার এক একটা জ্বলন্ত মূর্ত্তি!

[গণ্ডীপাড়া

[মধুর প্রবেশ এবং অচলদেবের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম]

হুঁ—এটার একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, দেখ্ছি। কিহে বাপু, আছ কেমন? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

মধু

আজ্ঞে, শারীরিক ভালই আছি।

অচলদেব

আর মানসিক?

মধু

তত সুবিধে নয়।

অচলদেব

কেন, কি হয়েছে তোমার?

মধু

তার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

অচলদেব

বেশ করেছ—ভালই করেছ। আমি ত চিরকালই তোমাদেরে আত্মীয় জ্ঞান করি। কি হয়েছে?

মধু

আমাদের এই ডাঙার দেশে সাগরের কোন দরকার আছে কি না তাই ভাব্ছি। কিছুই স্থির কর্তে পারছি না।

অচলদেব

তা আবার ভাব্ছ কেন? নিশ্চিত দরকার আছে। ডাঙাটা মাথা উঁচু করে' বড় বেশী রকম তাঁকে অবজ্ঞা কর্তে আরম্ভ করেছে। অপেক্ষা কর, তাঁর আবির্ভাব হল বলে'। প্রলয়-বান ডেকে তিনি আসবেন।

তাঁর হুঙ্কারে সব ডাঙা কেঁপে উঠবে—তাঁর তাণ্ডবে যত সব অবজ্ঞার কাঠিন্য ভেঙে চূরে যাবে—তাঁর রুদ্র চরণে যত সব অহঙ্কার অবিশ্বাসের উঁচু মাথা আবার নত হয়ে পড়বে। পুঁথিতে লিখেছে। সে কি আর ভুল হবার জো আছে হে?

মধু

তবে, সাগর আছে?

অচলদেব

তাতে আবার সন্দেহ? পুঁথিতে এমন সব যুক্তি তর্ক দিয়ে তা প্রমাণ করা আছে যে তার বিরুদ্ধে আর টুঁ শব্দটি করে—কার সাধ্য?

মধু

তাঁকে দেখেছেন?

অচলদেব

সে কি আর সোজা কথা, বাপু? দেখা এক, আর আছেন, এই কথাটা মানা আর। তবে তাঁর তর্পণ নিত্য করে' থাকি। তার ব্যাঘাত হলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তা করতেও কুণ্ঠিত হই না।

তুমি তর্পণ টর্পণ করে' থাক ত বাছা? না, ও গুলোতে বিশ্বাস নেই বলে' ছেড়ে দিয়ে বসে' আছ?

মধু

তর্পণ করি না। বিশ্বাস নাই বলে' নয়। মন ভিজে না, তাই।

অচলদেব

না না, অমন কর্ম্মও করো না। বাপ দাদারা যে বিধি দিয়ে গেছেন, তা সনাতন বিধি। তা উল্লঙ্ঘন করা মস্ত পাপ! পাপ করে' ভুগে মরবে কেন? আরম্ভ কর—আরম্ভ কর। তবে এতদিন না করায় যে পাপটা হয়েছে, তার জন্যে একটি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সে বেশী কিছু নয়। সহজে যা'তে হ'তে পারে। তার ব্যবস্থা আমি করে' দিব।

মধু

তর্পণ করলেই সাগরকে পাব ?

অচলদেব

অত পাওয়া না পাওয়ার কথা ভাব কেন? তাঁরা যেমন বলে' গেছেন, সেই অনুসারেই চল্‌তে থাক—তার এক তিল এদিক ওদিক করো না। আর দেখ, বাপী কূপ সরোবর—এঁরাও খণ্ড সাগর। এঁদের অমান্য করো না কিন্তু। বিধিমতে পূজো করো—ফল পাবে, পুণ্যি হবে। না করলেই বিপদ !—হঠাৎ কোন্‌দিন ফেঁপে উঠে কি সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা কর্‌বেন, কে জানে ? পূজোর কোন অঙ্গহানি না হয়, সে বিষয়েও খুব সাবধান হতে হবে। সেবার সরোবর পূজোর শেষদিনে বিনুঘোষ ১০৮ টা রক্তজবার বদলে ৫০টা দিয়েছিল, সেই বছরের মধ্যেই তার বড় ছেলেটা রক্ত উঠে মারা গেল। বাকি রক্তজবাগুলোর বদলে ঐ রক্ত নিয়েই সরিৎ-দেবী শান্ত হলেন! এসব দেখে শুনেও আজকালকার পাষণ্ডগুলোর চোখ ফোটে না ?

মধু

তা হলে তর্পণ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নেই ?

অচলদেব

না। বাপদাদারা যা করে' গেছেন তা ছাড়্‌বে কেন ? তুমি ত আর কুলাঙ্গার নও—বেশ সুবোধ শান্ত ছেলে ! সনাতন বিধি লঙ্ঘন করা যে মহাপাপ, তা আর তোমাকে বুঝোতে হবে কেন ? পুঁথিতেই লিখেছে—

পিতরো যেন যাতাঃস্ম যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেনৈব পথা গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

মধু

বেশ, তাই হবে।

অচলদেব

অতি উত্তম! অতি উত্তম! আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—দীর্ঘায়ু হও—সুখে থাক। বাপদাদার নাম বজায় থাক্।

এখন তবে আসি, বাবা। বড় দেরী হয়ে গেল—আজ আবার কূপ-পূজো। শুভদণ্ড অতিক্রম না হয়।

[মধু প্রণাম দিল। আশীর্ব্বাদ দিয়া
অচলদেব প্রস্থান করিলেন।]

মধু

বাপদাদারা যা করে' গেছেন, তাই-ই করে' দেখি। কিন্তু বড় একটা সন্দেহ হয়—ঐ অচলদেব উনি ত সনাতন বিধি-নিয়মের এক পা বাইরে যান না। উনি আজপর্য্যন্ত সাগরের দর্শন পেলেন না কেন? তবে কি ও পথে চল্লে সাগরকে দেখা যায় না? ও পথটা ঠিক নয়? কিন্তু কে এমন আছে, আমায় বলে দেয়—ওটা ঠিক কি বেঠিক? তবু ঐ পথে চলাই এখন সঙ্গত মনে কর্‌ছি—পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথ হঠাৎ ত্যাগ করা বোধ হয় উচিত হবে না।

[চঞ্চলকুমারের পুনঃ প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার

কি মধু, তুমি এখানে যে?

মধু

কায ছিল।

চঞ্চলকুমার

গণ্ডীপাড়ায় কায! এখানে কায বলে' কিছু হয় না কি?

মধু

হওয়ালেই হয়।

চঞ্চলকুমার

উহুঁ—তবে তুমি এ পাড়াটা ঠিক চিন্‌তে পার নি।

মধু

কেন ?

চঞ্চলকুমার

চারদিকে দেয়াল তুলে দিয়ে, হাতে পায়ে শিকল এঁটে যদি কাউকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, সে যেমন কায করতে পারে, এখানে কায হয়—সেই রকম !

মধু

অমন করে' বাড়িয়ে বলো না।

চঞ্চলকুমার

বাড়িয়ে ?—এক বিন্দু নয়। পদে পদে বিধি-নিষেধের শিকল—চল্‌তে গেলেই চারিদিক হতে হাঁ—হাঁ করে' বেড়া তুলে দেওয়া,—এ ত চোখের উপর অহোরহ চল্‌ছে। এমন বদ্ধ জায়গায় কি দুর্গন্ধ, ভাই,—আমি ত এক দণ্ডও টিঁক্‌তে পারি নে !

মধু

বোধ হয় তোমার চল্‌বার মধ্যেই একটা গোল রয়ে' গিয়েছে, তাই পদে পদে অত শিকলের ঝন্‌ঝনা কাণে বাজে। আর দুর্গন্ধ ?—তাও হয়ত মনের বিকার !

চঞ্চলকুমার

তুমি তা'হলে এ পাড়াটার ভক্ত হয়ে উঠেছ !—বেশ—বেশ ! লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিটাকে পঙ্গু করতে চাও—যেমন ইচ্ছে তোমার।

মধু

ভক্ত—অভক্তের কথা হচ্ছে না, ভাই। বহুকালের জিনিষগুলো এক মুহূর্ত্তে ছেড়ে দিব—কিসের লোভে?

চঞ্চলকুমার

বুদ্ধিটা ত আছে? সেটাকে একটু খাটাতে হয়,—একটু বিচার করলেই সব গলদ ধরা পড়ে।

মধু

আমি ত বিচার করে' কিছু স্থির করতে পারি নি।

চঞ্চলকুমার

নবীন বাবুর কাছে কোন দিন গিয়েছ?

মধু

না।

চঞ্চলকুমার

একবার যেয়ো তাঁর কাছে। কি সুন্দর তাঁর বিচার-প্রণালী!—একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে গণ্ডীপাড়ার গলদগুলো দেখিয়ে দেবেন। আমি ত বেশ আনন্দ পাচ্ছি সেখানে যেয়ে—খোলা জায়গার খোলা হাওয়া লেগে গাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তুমি যাবে সেখানে? প্রতি শনিবারে বৈঠক হয়—কালকার বৈঠকের বিষয়—"সাগরের সন্ধান।" কাল যাবে?

মধু

সাগরের সন্ধান? তবে ত যাওয়াই চাই। সাগর!—সাগরের কথা সেখানে হয়?

চঞ্চলকুমার

নিশ্চিত। তা ছাড়া আর হবে কি ? আর সে কি গণ্ডীপাড়ার মত কথা ? শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। অমন জীবনে কখনও শোন নি।

মধু

শুন্‌ব। সাগরের কথা শুন্‌ব না ?

চঞ্চলকুমার

তবে কাল যেয়ো কিন্তু। বল ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মধু

বেশ, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

চঞ্চলকুমার

কাল বিকেলে তবে বাড়ী থেকো।

মধু

আচ্ছা।

চঞ্চলকুমার

খুব সুখী হলাম, ভাই। নিজে যে তৃপ্তি পাচ্ছি, আরেকজনকে তা দিতে পার্‌লে জীবনটা সার্থক হয়। বাড়ী থাকৃতে ভুলো না যেন। আমি কাল আস্‌ব।

মধু

এস।

চঞ্চলকুমার

তবে নমস্কার।

মধু

নমস্কার।

[চঞ্চলকুমারের প্রস্থান]

মধু

সাগরের সন্ধান! একেবারে সন্ধান? এত সহজে! এত নিকটে! সন্ধান যদি পাওয়া গেছে, দর্শনও তবে মিলেছে। আর ভাবনা কি?

গান

মন তুমি আর ভেবোনারে,
রতন তোমার আস্‌ছে হাতে।
অলস শয়ন ছাড়—ছাড়,
এনো না ঘুম নয়ন-পাতে।
আশার তরী ঘুরে ফিরে,
এত দিনে ভিড়বে তীরে,
বন্দরের ঐ বন্দনা-গান
ভাস্‌ছে বুঝি বায়ুর সাথে!

গ

উল্টাডাঙা—নূতন বস্তি
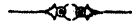
[বাগান মধ্যে একটি পাকা ঘর। দুয়ার জানালা সব খোলা। বেলা অপরাহ্ণ। নবীনচন্দ্র বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এক একটা ফুলের গন্ধ লইতেছেন। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা।]

নবীনচন্দ্র

সন্ধ্যা হয়ে এল। বন্ধুবর্গ এখনি আস্‌বেন, তাঁদেরে আজ তৃপ্তি দিতে পার্‌লে হয়। বোধ হয় পার্‌ব—আজ বক্তৃতার বিষয়টা বেশ ভালই আছে। "সাগরের সন্ধান"—এ বিষয়টা নিয়ে আজ কতগুলো নতুন কথার অবতারণা করা যাবে। য়া বল্‌ব ভেবে রেখেছি, তা বল্লে, প্রাচীন মতের অন্ধগুহা একটা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে, আশা করা যায়।

[মালীর প্রবেশ]

মালী

হুজুর, আজ ত সাঁজ লাগ্‌তেই জ্যোস্না উঠ্‌বে, বাইরে আজ আলো দেবার দরকার আছে কি ?

নবীনচন্দ্র

দিবি বই কি ? জ্যোস্নায় কি সব দেখা যায় ? দে—দে আলো দে। সাঁঝ ত হয়ে এলরে, দেরী কর্‌ছিস্ কেন ? দেখ্‌ছিস্ নি সন্ধ্যামণিরা সব ফুটে উঠেছে ?

মালী

ওঃ—তাইত। দিচ্ছি আজ্ঞে।

নবীনচন্দ্র

একেবারে চোখ বুঁজে থাকিস্ না কি? না দেখিয়ে দিলে কিছুই দেখ্‌বি নি? তোদের দেশের ধরণটাই ঐরূপ। যা-যা, আলো আন্।

[মালীর প্রস্থান]

সমস্ত দেশের অবস্থাটা বাগানের ঐ মালীর গায়ে লেখা রয়েছে। চোখটা একেবারেই খুল্‌তে চায় না! পদে পদে কত যে ঠোক্কর খাচ্ছে—তবু হুঁস নেই। সেই মান্ধাতার আমলের ভাবগুলো একেবারে রক্ত-মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেরা বরফের মত জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে, তীব্র উত্তাপ না পেলে কিছুতেই আর গল্‌ছে না, দেখছি।

[মালী আলো জ্বালিয়া দিল। বন্ধুর দল আসিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চল-কুমার ও মধু। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের নমস্কার-বিনিময় হইল। চঞ্চলকুমার মধুকে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে "সাগর-পিপাসু" বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল। নবীচন্দ্র মৃদু হাস্যে তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সকলে খোলা ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে কতকগুলি বেঞ্চপাতা, তদুপরি বন্ধুবর্গ উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে একটা উচ্চ বেদীতে নবীনচন্দ্র যাইয়া বসিলেন। ঘরটা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। তারপর দলের দুই তিন জনের দ্বারা গীত-আরম্ভ।]

গান

(মিশ্রভৈরবী—একতালা)

অন্ধকারে যে তোমারে
খুঁজিয়া মরিছে হায়—

সে কেবলি শ্রান্তি লভে,
মজে শুধু নিরাশায় !
হে সাগর, হে অরূপ,
নিখিলের রস-কূপ,
তোমারে দেখিতে হলে
নূতন যে আলো চায় !
কে বলে গো তুমি দূরে ?—
আছ ত অন্তরপুরে,
এই যে নূপুর তব
দিবারাতি শোনা যায় !
অদেহ পরশ তব,
সদা করে অভিভব,
তাপিতে শীতল করে
ঘন-গূঢ় করুণায় !

[গীতান্তে গৃহ নীরব। কিছুক্ষণ নবীনচন্দ্র এবং মধু ব্যতীত দলের আর আর সকলে মুদিতনেত্রে, অবনতমস্তকে ধ্যানমগ্ন।]

নবীনচন্দ্র

সপ্তাহ পরে আজ আবার আমরা একস্থানে মিলিত হয়েছি। বোধ হয় কেহই আমরা ভুলি নাই—আমাদের এ মিলনের উদ্দেশ্য কি। গণ্ডীপাড়া সাগর-সম্বন্ধে যে বিকৃত ধারণা লোকের মধ্যে প্রচার করছেন, আমরা তা রুদ্ধ করব—তাঁরা যে বিধি নিষেধের নাগপাশে লোকদেরে আড়ষ্ট করে' রাখ্ছেন, আমরা বিচারের ক্ষুরে তা ছিন্ন করব। আমরা

চেষ্টা করব যা'তে সাগরকে সকলে প্রাণে মনে অতি সহজে, অতি সরল ভাবে উপলব্ধি করতে পেরে ধন্য হয়।

আজ আমাদের বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে—"সাগরের সন্ধান।"

আমরা দেখছি—ডাঙার দেশে সাগরকে চায় প্রায় সকলেই। ইতিহাস খুঁজলেই দেখা যায়,—অসভ্য বর্ব্বর যারা, তারাও সাগরকে বিশ্বাস করে' আসছে। এ বিশ্বাসের অন্ত নেই। যতকাল মানুষ, ততকাল এ বিশ্বাস। এর একমাত্র কারণ—ডাঙা যে সাগর হতেই উদ্ভূত। তাই সাগরের দিকে তার এই আকর্ষণটা স্বাভাবিক—অনুরাগটা আন্তরিক। কিন্তু অনুরাগ ও বিশ্বাস এক, আর তাঁকে উপলব্ধি করা আর। বিচার-বুদ্ধিতে সেই অনুভব করবার প্রণালীটা স্থির করে' নিতে হবে। নইলে অন্ধকারে যাকে হাতের মাথায় পাব, তাকেই সাগর বলে' ভুল করে' বসব!

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ—যাঁরা দ্রষ্টা ছিলেন, সাগরকে যাঁরা সদাসর্ব্বদা উপলব্ধি করতেন, তাঁরা বলে' গিয়েছেন—"সাগর অসীম।" কিন্তু তাঁদেরি বংশধর তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে' সাগরকে সসীম বলে' প্রচার করছেন! এ-ত কখনই হতে পারে না। অসীমকে সসীম করা—অনন্তকে সান্ত করা, এযে একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ! এ করলে সাগরকে যে নিতান্তই অবমাননা করা হয়। আর সেই অপমান কখন কি তাঁর আরাধনা হ'তে পারে?

আমরা তাঁর সন্ধান করতে চাচ্ছি। কিন্তু কোথায়? তিনি ত দূরে ন'ন। তিনি ত আকার গ্রহণ করে' নিজের চারদিকে প্রাচীর তুলে প্রচ্ছন্ন থাকেন নি! তাঁর প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়তই ত হৃদয়-মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে তাঁর সুকোমল কর-স্পর্শ বায়ুর শৈত্যে অনুভব করছি! এই যে অবিরামরোদনোচ্ছ্বনা বর্ষাদেবীর নেত্র-প্রান্তে তাঁরই

প্রেমাশ্রু-ধারা!—এই যে বিশ্বের কলকোলাহলের মধ্যে তাঁরই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হচ্ছে! এমন যে তাঁর রমণীয় আবির্ভাব, এমন যে তাঁর নীরব ঘোষণা, তবু লোকে তাঁকে ভুল করে? বাইরে তাঁকে সন্ধান করলে ত তাঁকে পাওয়া যাবে না। ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বেলে তাঁকে খুঁজলেই তাঁর দর্শন মিলবে। সে ত অতি সহজ—অতি সুলভ!

হে প্রাণের প্রাণ, হে নিখিলরত্নের আকর, হে ধরিত্রীর জনয়িতা, তোমাকে লোকে কত-না উপায়ে অহোরহ লাঞ্ছিত করছে। তুমি আছ, এ কথা মেনেও বাপীকূপ সারোবর ভেবে তোমায় তারা নাস্তিত্বের কোঠায় বসিয়ে রাখছে। অরূপকে রূপের ফাঁদে ধরতে যাওয়া—সে কি ভীষণ বাতুলতা! হে করুণাময়, তুমি তাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর কর, তাদের চক্ষু ফুটিয়ে দাও, তারা একবার তাদের নিজের ভ্রান্তি-গড়া মোহ-প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলুক, তাদের এই বালসুলভ ক্রীড়াচপলতা ঘুচে যা'ক্—বিধি-নিষেধের কাঁটাবন অপনীত হয়ে তাদের পক্ষে তোমাকে পাবার পথ একেবারে সুগম হয়ে উঠুক্।

বন্ধুগণ, আমাদের মিলন সার্থক হতে চলেছে। এর ক্রমঃবর্দ্ধিত মাধুর্য্যে আমরা তাঁর আবির্ভাব বেশ অনুভব করতে পারছি। আসুন, আমরা আজ এর জন্যে তাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করি, আর তাঁর চরণে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রতিদিন আমাদিগকে আনন্দের নব নব রসধারায় সঞ্জীবিত রাখতে বিরত না হ'ন, তাঁর প্রবল করুণায় আমাদের বুদ্ধির অমানিশা যেন ঘুচে যায়, আমরা যেন জ্ঞানের প্রদীপ্ত দিবালোকে বিচরণ করতে পারি।

[পুনর্ব্বার নবীনচন্দ্র ও তাঁহার দলের অবনতমস্তকে এবং মুদিত-নেত্রে অবস্থিতি। খানিকক্ষণ পরে দলের দুই তিনজনের দ্বারা সঙ্গীতারম্ভ।]

গান

(মিশ্র—যৎ)

দরদিয়া সাগর এস,
　　দুয়ার দিয়া এই ঘরে,
কোন বাধাই রাখ্‌বোনাক
　　তোমার আসা-পথের'পরে।
এস শাওন ধারা-পাতে,
এস মধুর মধু-রাতে,
এস শরৎ জ্যোছনাতে,
　　যখন খুসী বরষ ধরে'।
দেখে তোমায় মনোলোভা,
ধরার গায়ে ফুট্‌বে শোভা,
পল্বল, সব তুচ্ছ ডোবা
　　মর্‌বে দারুণ লাজের ভরে!
মানুষ-গড়া প্রাচীর নাশি,
বাজ্‌বে তোমার জয়ের বাঁশী,
ফেণিল তব পুলক হাসি
　　জ্বাল্‌বে আলো সবার তরে।

[গীতান্তে সকলের নমস্কার-বিনিময় এবং বিদায়-গ্রহণ। নবীনচন্দ্র-প্রমুখ সকলের বাগান হইতে প্রস্থান। কেবল চঞ্চলকুমার ও মধুর বাহিরে বাগানে আসিয়া অবস্থিতি ও কথোপকথন।]

চঞ্চলকুমার

কেমন মধু, শুন্‌লে ত? ভাল লাগ্‌ল না?

মধু

কি শুন্‌লাম, বোধ হয়, তা বুঝ্‌তে পারি নি।

চঞ্চলকুমার

সে-কি? গণ্ডীপাড়ার যে একেবারে গোড়ায় গলদ,—অমন করে' উনি ধরিয়ে দিলেন, তা বুঝ্‌তে পার নি?

মধু

তুমি পেরেছ?

চঞ্চলকুমার

তা আর পারি নি? নইলে কি আর শুধু শুধু এ নতুন বস্তিতে আসা যাওয়া কর্‌ছি?

মধু

কি বুঝেছ?

চঞ্চলকুমার

বুঝেছি যে গণ্ডীপাড়ায় অসীম সাগরকে সসীম করে', নিরাকারকে আকার দিয়ে, অরূপকে রূপ দিয়ে, বাতুলতা করা হচ্ছে।

মধু

বক্তৃতার মধ্যে সে কথাটা আমিও শুনেছি।

চঞ্চলকুমার

তবে?

মধু

সাগরের সন্ধান মিল্‌ল কই ?

চঞ্চলকুমার

আর কি সন্ধান চাও ? বাইরে চাইলেই যে তাঁকে ভুল করবে !

মধু

অন্তরে ত তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

চঞ্চলকুমার

দেখ্‌বে কি ? অনুভব কর।

মধু

তিনি ত নিরাকার বল্‌ছ—তাঁকে অনুভব করব কিরূপে ?

চঞ্চলকুমার

অনুভব ? এই বিচার করে'—জ্ঞানের আলো জেলে।

মধু

ঐ খানেই ত গোল লাগ্‌ছে। বিচার করতে গেলে ত কতগুলো শুষ্ক কথার কাটাকাটি যথা—তিনি সাকার নন,—নিরাকার, তিনি সসীম নন,—অসীম,—এই সবই মনে ভাস্‌বে। ওতে যা সাব্যস্থ হবে, সে-ও ত "বাপীকূপ সরোবরে"র মত ভিন্নধরণে সাগরের একটা শাব্দিক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে ! তোমরা ধ্যানের সময় কি ঐ শব্দগুলো চিন্তা করছিলে ?

চঞ্চলকুমার

কি জানি, ভাই, তোমার হৃদয়টা কেমন ! আমি ত বেশ আনন্দ পাই।

মধু

ও আনন্দ কথনই বিচারের ফল নয়। যদি সত্যই আনন্দ পেয়ে

থাক, তবে সেটা কল্পনারই খেলা। ক্ষণিকের অন্ধ উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু আমি চাই—প্রত্যক্ষের অনুভূতি। তা যতদিন না মিল্‌ছে, ততদিন গণ্ডীপাড়ার কাল্পনিক ভ্রান্ত উপায় ধরাও যা, তোমাদের এই নতুন বস্তির কাল্পনিক অনুভবের রাস্তাটাও তা-ই। না না এমন শূন্য নিয়ে প্রাণে আনন্দ পাব না। এখানে অসংখ্য বাক্‌বিতণ্ডার ঘনবিন্যস্ত মায়াজাল—আর সেখানে বিধি-নিষেধের কঠিন শিকল। এখন কোথায় যাই? তবু ঐ শিকলটা অনেকদিন হতে পরতে পরতে কিছু কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এখন এই বাক্যজালের লোভে তাকে ছাড়লে ত আর অভীষ্টসিদ্ধ হবে না!

চঞ্চলকুমার

কি মাথা মুণ্ডু বক্‌ছ? তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না ছাই!

মধু

বুঝ্‌তে দিলে কই?

চঞ্চলকুমার

তুমি কেবল বক্তৃতার কথাটাই ভাব্‌ছ, একবার দেখ্‌লে না ত এখানে কেমন স্বাধীনতা!

মধু

মিথ্যা ধারণা।

চঞ্চলকুমার

সে—কি?

মধু

মিথ্যা নয়? দল বেঁধে যখন তোমরা থাকৃতে যাচ্ছ, তখনই ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তোমাদের লোপ পেয়ে গেছে। আণবিক স্বাধীনতা—

সে-ত সামাজিক মানুষের কখনই মিল্‌তে পারে না—বিধিনিষেধ তাকে কোন না কোন স্থানে মান্‌তেই হবে। না মান্‌লেই তার স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ ধরে' তাকে পশুত্বে ঠেলে নিয়ে যাবে।

চঞ্চলকুমার

তুমি পুঁথির বিদ্যা আওড়াচ্ছ। একবার ভাল করে দেখ দেখি—নতুনবস্তির ধরণ-ধারণ গুলো। একটু তলিয়ে মজিয়ে তুলনা করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে—গণ্ডীপাড়ার চেয়ে এখানে স্বাধীনতা কত বেশী।

মধু

এ বিশ্বাস হয় না। হয়ত দেখ্‌তে পাব—হয় ত কেন?—নিশ্চিত দেখ্‌তে পাব—এখানে আরেক রকমের পরাধীনতা দেখা দিয়েছে—নতুন রকমের বাঁধনের আয়োজন চলেছে। বুঝ্‌তে পারছ না?—এ যে চল্‌বেই। বাঁধন ছাড়া মানুষ থাক্‌বে কিরূপে?

চঞ্চলকুমার

তোমার কথাগুলো একটু নতুন নতুন ঠেকছে। নবীনবাবুর সঙ্গে তোমার একবার ভাল করে' আলাপ হওয়া আবশ্যক। তিনি নতুন কথা খুব পছন্দ করেন।

মধু

আজ আর হয় না। আলাপ হওয়ার দরকারও আর মনে করছি না।

চঞ্চলকুমার

কেন?—তোমার ধারণাটা ভ্রান্ত ও ত হতে পারে!

মধু

তা-হোক। আমি তর্ক চাই না। আমি সাগর দেখ্‌তে চাই। তাঁর

কাছে সে আশা নেই, তা তাঁর বক্তৃতা হতেই বুঝ্তে পেরেছি। কিন্তু কোথায় আছে? কেউ কি তার সন্ধান বল্তে পারে না?

চঞ্চলকুমার

তোমার গোঁড়ামীটা অসহ্য।

মধু

আর তোমার গোঁড়ামীটা খুবই সহ্য! যাও, ভাই, আর বৃথা বচসা দিয়ে কায নেই।

চঞ্চলকুমার

আমার আবার গোঁড়ামী দেখ্‌ছ কিসে? আমি ত সকল গোঁড়ামীর উপর খড়্গহস্ত।

মধু

ওটাও একরকমের গোঁড়ামী—আর ওটা আরও ভয়ানক যে নিজের ত্রুটির দিকে একবারও লক্ষ্য করে না—যত লক্ষ্য সব অপরের উপর!

চঞ্চলকুমার

না—তোমার সঙ্গে আজ পেরে উঠবার জো নাই। মাথাটা তোমার আজ ঠিক আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর ত এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। ঐ যে মালী আস্‌ছে—বাগানের ফটক বন্ধ কর্‌তে। চল, বেরিয়ে পড়ি।

মধু

তাহ'লে দেখ্‌ছি এ বাগানের ফটকও বন্ধ হয়! বেশ—বেশ! যাও, ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চল্‌ছি নি। তুমি যাবে ঐ মুখো—আমি যাব এই মুখো।

চঞ্চলকুমার

তবে চল্লাম।

[প্রস্থান

মধু

বড় আশা করে' এসেছিলাম। এমন হতাশ হব, তা'ত ভাবি নি। তবে বুঝি আমার ভাগ্যে সাগর দেখা নেই! কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই যে আমি তাকে দেখবার জন্যে উতল হয়ে উঠ্‌ছি! কি গোপন বাঁশীর ডাকে সে আমায় এমন করে' ডাক্‌ছে! কিন্তু সে কোথায়? দেখা কি দেবে না? দেখা কি হবে না?

গান

(পটমঞ্জরী—একতালা)

ওগো সুনীল বন্ধু আমার
কোথায় ব'সে বাজাও বাঁশী?
তোমার তরে এমন করে'
পরাণ কেন হয় উদাসী!
কি গান তুমি গেয়ে গেয়ে যাও,
অর্থ তাহার বুঝতে নাহি দাও,
দিগ্বিদিকে কেবল ঝরাও
সুরে সুরে পুষ্পরাশি!
শ্রবণ মম শুন্‌ছে যত গান,
আকুল করে দিচ্ছে এ নয়ান,
দরশ আশায় হায়রে দিনমান
জলে জলে যায় সে ভাসি।
মিষ্টি যদি এমন বাঁশী-সুর,
প্রাণটা তব নয় কিরে মধুর!
আড়াল ধরে' এমনি রবে দূর,—
দাঁড়াবে না সাম্‌নে আসি?

য

উল্টাডাঙা—চৌমাথা

নিবারণ

আচ্ছা কারবার ফেঁদে ফেলেছ, বঙ্কিম। রাতদিন কেবল হুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি।—যত রাজ্যের অকালকুষ্মাণ্ডদের ঠেলাঠেলি। কেবল খাই—খাই রব। একটু যে সোয়াস্তিতে থাক্‌ব—তার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দিয়েছ।

বঙ্কিম

তা না কর্‌লে চল্‌বে কেন, নিবারণ দা? টাকার দরকার ত সকলেরই। নইলে খাবে কি? সংসার চল্‌বে কিরূপে?

নিবারণ

আরে রাম বল—রাম বল। অমনতর খাটুনি! ওতে যে মৃত্যুকে তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণ করে' আন্‌ছে! আর টাকা দিয়ে কি হবে ছাই? জীবনটাই যদি বৃথা চলে' গেল, তবে টাকার থলে নিয়ে কি মৃত্যুর পারে বাঁচতে যাবে? যত সব অনাসৃষ্টি তোমাদের!

বঙ্কিম

তবে কি কর্‌তে হবে?

নিবারণ

হেসে খেলে নাও—হেসে খেলে নাও। দুদণ্ডের জীবন অমন করে' ব্যর্থ করা কখনই উচিত নয়।

বঙ্কিম

তুমি তা বল্‌তে পার। বাপদাদার টাকা রয়েছে—বসে' বসে' খেতে পাচ্ছ, হাসিখেলা তোমার আস্‌বে না কেন? কিন্তু সকলে ত আর তোমার মত নয়,—তাদের টাকা রোজগার কর্‌তে হবে—খাট্‌তে হবে। নইলে, পথের কুকুর হয়ে' কাঙালবেশে পরের দরজায় লাঠিছাড়া আর কিছুই যে তাদের মিল্‌বে না! আমোদ তুমি কর্‌তে পার—কর, কিন্তু সকলকে তোমার দলে টেনো না—টান্‌তে পারবেও না।

নিবারণ

তাই ত বল্‌ছিলাম—আমার সোয়াস্তির পথটা তোমরা একেবারে কাঁটায় ভরে' দিচ্ছ। আমি এখানে থাকি কি করে'?

বঙ্কিম

থাকা চল্‌বে না। এখানে থাক্‌তে হলে, খাট্‌তে হবে। আর খাট্‌বেই বা না কেন? বাপদাদারা না খাট্‌লে তোমার ও টাকাটা আস্‌ত কেমন করে'? আর তুমি না খেটে, সেই টাকাটা ভোগ কর্‌বে? এ হ'তেই পারে না। লক্ষ লক্ষ লোক টাকার অভাবে ছটফট্ কর্‌ছে—ঘুরে মর্‌ছে—মারা যাচ্ছে, আর তোমার ঘরে টাকার পুঁজি, অনায়াসে অক্লেশে তুমি তা উড়োচ্ছ—ফূর্ত্তি কর্‌ছ! কে বলেছে, ঐ পুঁজি টাকায় তোমার অধিকার? মিথ্যা কথা। রক্তের দোহাই দিয়ে অলস লোকে কখনই ও টাকার অধিকারী হতে পার্‌বে না—ওর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ঐ দীন দরিদ্র অন্নহীন কর্ম্মক্লান্ত জনসংঘ।

নিবারণ

তোমরা ক্ষেপেছ, দেখ্‌ছি। অনবরত টাকা—টাকা করে' খাট্‌তে খাট্‌তে তোমাদের মাথা কি আর খারাপ না হয়ে যায়? আরে ভাগ্য বলে'

একটা জিনিষ আছে, তা'ত মান ? আমার ভাগ্যে আছে—আমাকে টাকার জন্যে ভাব্‌তে হবে না—আমোদ আহ্লাদেই আমার জীবনটা কাট্‌বে। তোমরা জোর কর্‌লে ত আর কপালটা কেড়ে নিতে পার না !

বঙ্কিম

ভাগ্যই যদি থাকে, তবে সে ভাগ্যটা সকলের সঙ্গে সমান ভাগ বসাবে —এই-ই আমরা চাই।

নিবারণ

এ কখনই হতে পারে না।

বঙ্কিম

এই-ই হবে। ভাগ্যের নামে অমন বুজরুকী আমরা কিছুতেই আর চল্‌তে দেব না। মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার। কারু বেশী, কারু কম, এ সব দরদস্তুর এবার আর চল্‌ছে না।

নিবারণ

তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি হে। ভাগ্য মান না ? উঁচু নীচু— সুখ সুবিধে ও সব যে ভাগ্যেরই ফল ! এই দেখ না কেন, তোমার ত অনেক রকম কারবার চল্‌ছে, তাদের কুলী মজুরদের খাটাতে হলে তোমাকেই হুকুম কর্‌তে হয়। কেন, সে বেটারাও ত তোমাকে হুকুম কর্‌লে পারে ? এ হয় না। তাদের ভাগ্য—হুকুম খাটা, তোমার ভাগ্য— হুকুম করা।

বঙ্কিম

তাদের শিক্ষার দোষে তারা কুলীমজুর হয়েছে—হুকুম খাট্‌ছে। এমন শিক্ষা দেব যাতে আর তারা হুকুমের তলে না থাকে।

নিবারণ

এ হতেই পারে না। হাজার শিক্ষা দাও, ভাগ্যে যাকে কুলী বা

কুলীর কর্ত্তা হতে লিখেছে, সে তাই-ই হবে,—তা আর উল্টোতে পারছ না।

বঙ্কিম

এ হতেই হবে। ভাগ্যটাকে না উল্টিয়ে আমরা কিছুতেই আর ক্ষান্ত হচ্ছি নি।

নিবারণ

যখন উল্টিয়ে দিতে পারবে, তখন তোমাদের নিবারণদা তোমাদের দলে মিশ্‌বেন। আপাততঃ কিছুদিন আমোদ ভোগ করা যখন তার ভাগ্যে আছে, তা হ'তে আর তাকে বঞ্চিত কর কেন?

না আর কথা নয়। তোমার সঙ্গে বকে' বকে' আমার প্রাণের রসটা শুকিয়ে উঠ্‌ল। এইবার সরে' পড়া যা'ক্‌। (সহসা তুড়ি দিয়া তান ধরিল)

"তুম্‌ তা-না-না-না-না দ্রিম্‌,
দ্রিম্‌ তা না-না-না—না,
দ্রিম্‌তা না-না-না-না—"

হাঁ, এতক্ষণে ফূর্ত্তিটা আবার জমে আস্‌ছে—বাঃ বাঃ!

[প্রস্থান]

বঙ্কিম

কেমন সুখের পায়রা সব!—কেবল রাতদিন আরাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পরের দুঃখ কষ্টের দিকে একটুও লক্ষ্য নেই! যত লক্ষ্য সব নিজের সুখের দিকে! টাকাটা এক জায়গায় জড়' হলেই এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করে। তারপর ঐ সেকেলে স্বত্ব-আইন, কি বিষময় ফলই না ওতে সমাজে এনে ফেলেছে! সবটার একেবারে আমূল সংস্কার আবশ্যক, নইলে আর এ ভীষণ বৈষম্যের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

[প্রস্থান]

[চৌমাথা

[অন্য দিক দিয়া চঞ্চলকুমারের প্রবেশ]

চঞ্চলকুমার

ও কে গেল ?—বঙ্কিমদা নয় ? ও—ও বঙ্কিম দা, আরে কোথায় যাচ্ছ হন্‌হন্ করে' ? শোনই না।

[বঙ্কিমের পুনঃ প্রবেশ]

বঙ্কিম

কিরে ডাক্‌ছিস্ কেন ? দেখ্‌ছিস্ নি বেলা হয়ে গেল ? কাযের সময়, এখন কি আর দেরী করতে পারি ? বল্ চট্‌করে'—কি খবর।

চঞ্চলকুমার

আমাকে তোমার কারখানায় নেবে ?

বঙ্কিম

সে কিরে ? তোর আবার ও মতি হল কবে থেকে ?

চঞ্চলকুমার

যবে থেকেই হোক। বল, নেবে ?

বঙ্কিম

তুই কি পারবি ? এর নাম কায রে কায—একেবারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ! এ ত আর বসে' বসে' স্বপন দেখা নয় ?

চঞ্চলকুমার

তা জানি। ঐ কাযই এখন আমার করতে হচ্ছে। নইলে খাব কি

বঙ্কিম

কেন, সাগরের স্বপন দেখে ? যত সব আকাটমূর্খ তোরা ! আমি গোড়া থেকেই জানি—সাগর, সাগর বলে' চেঁচালে সাগর ত কোনদিন দেখা দেবেই না, লাভের মধ্যে মাথাটা যাবে খারাপ হয়ে, শরীরটা

যাবে মাটি হয়ে', আর তার ফলে সংসার ও সমাজের বুকে জল্‌বে আগুন!

যা'ক। এখন তবে তুই বুঝ্‌তে পেরেছিস্—শরীরটাই আগে?

চঞ্চলকুমার

হুঁ।

বঙ্কিম

বেশ। কিন্তু যে "ফুরফুরে বাবু" হয়ে পড়েছিস্, কি কায তুই করতে পার্‌বি, তা'ত বুঝতে পার্‌ছি নি।

চঞ্চলকুমার

এই যা হয় একটা কিছু। কিছুদিন শিক্ষানবীশীও ত করা চাই।

বঙ্কিম

তা'ত করতেই হবে রে। নইলে কি আর একচোটে কোন কাযের ভার তোকে দেওয়া যেতে পারে? আচ্ছা, কিছুদিন সবুরই কর না—দেখি তোর মতিটা এর মধ্যে ফিরে যায় কি না!

চঞ্চলকুমার

না—না এবার আর তা হচ্ছে না।

বঙ্কিম

সেটা ফলেন পরিচীয়তে। তোর ত এর মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন দেখলাম! এখন কোথায় যাচ্ছিস্, বল্?

চঞ্চলকুমার

তোমার কাছেই।

বঙ্কিম

তবে চল্, দুজনাই কারখানাটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

চঞ্চলকুমার

চল।

[উভয়ের প্রস্থান। অন্যদিক দিয়া মধুর প্রবেশ]

মধু

কিছু হল না—কিছু হল না। কই, সাগর কই ? প্রাণটা যে একেবারে শুকিয়ে উঠ্‌ছে! কতকাল আর এ শুষ্কতার মধ্যে পড়ে' থাকব ? এযে বড়ই ভীষণ! না—না এমন করে' জীবনটাকে নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি চল্‌ছি কই ? এ পথ কি তবে পথ নহে ?—এটা কি একটা গোলোকধাঁ-ধাঁ—বদ্ধ ঘর ? না, এ পথে চলবার মত সামর্থ্য আমার নেই ? না, চালক অভাবে পথের সঠিক বার্ত্তাই আমার কাছে এখনও পৌঁছায় নি ? বিষম সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা কর্‌বে কে ? কে আমায় ঠিক পথে চালাবে ?—কে আমায় সাগরে নিয়ে যাবে ?

[বঙ্কিমের কারখানার একজন নিরক্ষর সর্দ্দারের প্রবেশ]

সর্দ্দার

পেরণাম, দাদাঠাকুর

মধু

কোথায় যাচ্ছিস্ এত সকালে ? ভাল আছিস্ ত ?

সর্দ্দার

আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বেদে ভালই আছি। গিয়েছিলাম আমাদের কর্ত্তাবাবুর খোঁজে। শুন্‌লাম তিনি বাড়ী নেই—কারখানায় বেরিয়েছেন। তাঁর দিয়ে খুব দরকার। এখনই চাই।

মধু

কেন, কি হয়েছে ?

সর্দ্দার

আজ ভোরে তেলের কারখানার দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, উঠানে পিপেগুলোর কাছে তিনটে মোহর পড়ে' রয়েছে। একবার ভাবলাম সে গুলোয় হাত দেব না—কেজানে কার মোহর?—থাক্ পড়ে' তারপর ভাবলাম, না—এ গুলো কর্ত্তাবাবুর হাতে দিই গিয়ে, তিনি খোঁজ ক'রে যার হয়, তাকে দিয়ে দিবেন। এই ভেবে মোহরগুলো যেই তুলেছি, অমনি রামু সর্দ্দার এসে উপস্থিত। সে দেখতে পে ব্যাপারখানা কি জিগ্‌গেস কল্লে। আমি সবটা তাকে খুলে বল্লাম। সে কি বলে, দাদাঠাকুর, জানেন?—সে বলে, কুড়িয়ে পেয়েছিস্, আর দিতে যাবি কেন? লক্ষ্মীর ধন হাতছাড়া কর্‌তে নেইরে, হাতছাড়া কর্‌তে নেই।

মধু

তুই তাতে কি বল্লি?

সর্দ্দার

আমি বল্লাম, সে কি হয় রে রামু? এটা যে পরের জিনিষ! কোন ব্যাপারী হয় ত ফেলে গেছে, এতক্ষণ টের পেয়ে থাক্‌লে নিশ্চি কান্নাকাটি যুড়ে দিয়েছে। এটা গোপন কর্‌লে, সাগর কি তা জান্‌তে পাবেন না? হয় ত এই পাপের জন্যেই কোন্ দিন তিনি ফুঁসে' উঠে আমার দফা রফা করবেন আর কি!

মধু

সাগর!—হাঁ, তারপর?

সর্দ্দার

রামু বল্লে—আর সাগরের ভয় কিরে? কর্ত্তাবাবু ত বলে'ই থাকেন

সাগর-টাগর ওসব বাজে—এখানে টাকাই হচ্ছে কাযের। তবে আর ডরাস্ কেন ?

মধু

তুই কি উত্তর দিলি ?

সর্দ্দার

আমি বল্লাম—আমরা মূরুক্ষু লোক, কর্ত্তাবাবুর ও সব কথা কি বুঝি ? আমরা সাগরকে ডরাই।

মধু

তাই বুঝি ঠিক করেছিস্—মোহরগুলো বাবুর হাতে দিয়ে দিতে ?

সর্দ্দার

আজ্ঞে।

মধু

বেশ করেছিস্। যা শীগ্‌গির। সাগর বাজে নয় রে, সাগরই কাযের, এই কথাটা কখনই ভুলিস্ নি। আর কর্ত্তাবাবুকেও তোর ভয়ের কথাটা একটু ভাল করে জানিয়ে দিবি।

সর্দ্দার

যে আজ্ঞে—তবে চল্লাম, দাদাঠাকুর। পেরণাম।

[প্রস্থান]

মধু

আজ বঙ্কিম একটু বুঝ্‌তে পারবে—আর পরিণামে আরও ভাল করে' বুঝ্‌বে—উল্টাডাঙায় তার মতবাদটা কি অনিষ্ট করেছে ও কর্‌ছে। সাগরে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভীতি না থাক্‌লে এ ডাঙায় যে কেবল বাঘ ভালুক ছাড়া আর কিছুই বাস করত না ! আরে শিক্ষা—শিক্ষা করে' চেঁচাচ্ছিস,—তোর কেতাবী শিক্ষায় বুদ্ধিটাই যে কেবল ধারাল হবে, কিন্তু

হৃদয়, তা উন্নত হবে কি করে’ ? তুই বল্‌ছিস্‌—মানুষ শিক্ষিত হবে—শিক্ষিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে একটা চুক্তি করে’ নিয়ে সমাজে বেশ শৃঙ্খলা বেঁধে থাকবে। কিন্তু সে কোন্‌ শিক্ষা-প্রণালী, যাতে মানুষ তার সমস্ত হীনস্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হবে ? সেই শিক্ষার প্রকার নিয়েই ত যত গোল ! শুধু কেতাবী শিক্ষায় মানুষ কি কখন মানুষ হতে পারে ?

তারপর সমাজের বিলাসিতা তুই ত কখনই রোধ কর্‌তে পার্‌বি নি, কর্‌লে যে অনেকগুলো ব্যবসা মাটি হয়ে যাবে ! অর্থের দিক্‌ দিয়ে দেখ্‌লে—বিলাসিতা যে তোদের আদরের বস্তু ! আর যারা সেই বিলাসিতা ভোগ কর্‌তে পারবে না—অথচ কর্‌তে চাইবে—তারা যে তারই জন্যে গুপ্তচোর হতেও ছাড়বে না, তা নিবারণের উপায় কি কর্‌ছিস ? ওসব চুক্তিফুক্তির চোখে ধুলো দিতে তারা ইতস্ততঃ কর্‌বে কেন ? কিন্তু যার চোখে ধুলো দেওয়া যায় না—যে আড়ালে বসে’ সব দেখ্‌ছে, শুন্‌ছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান সাগরে বিশ্বাস নিয়ে কতকাল ধরে’ এই ডাঙার রাজ্যের লোকগুলো সৎপথে চলে’ আস্‌ছে—সে বিশ্বাস তাড়িয়ে দিয়ে লাভ ত হচ্ছেই না—বরং উল্টো হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি !

কিন্তু যা’ক্‌—ও নিয়ে মাথা ঘামানো বিফল। যে যা বুঝেছে, সে তাই-ই করে’ যাক্‌—ফলে যা হয়, পরে হবে। আমার কিন্তু আজ ঐ সর্দ্দারের বিশ্বাসের কাছে হাজারবার মাথা নীচু কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। ঐ বিশ্বাসই সমাজের মেরুদণ্ড। থাক্‌—শিক্ষার অজস্র আলেয়া-আলো, তার চেয়ে মূর্খতার জমাট অন্ধকার ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়—ঐ অন্ধকারের বুক হতেই নবারুণের কিরণ-শতদল ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা আছে ! আর আলেয়ায় ?—কেবলমাত্র পথ-ভ্রান্তি আর বৃথা শ্রান্তি ! দাও—দাও আমায় সাগরে দৃঢ়বিশ্বাস—চুলোয় যাক্‌ আমার শিক্ষার যত আবর্জ্জনা—আমি একবার নব্যশিক্ষিতদের মধ্য হ’তে মরে’ পুনর্জ্জীবন লাভ করি।

আর পারি না—স্তূপীকৃত মতবাদের উপলখণ্ডে ঘা খেয়ে খেয়ে হৃদয় যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়্‌ল! এবার ছুট্‌তে চাই—সংশয়ের কঙ্করকঠিন অন্ধ-গুহায় জীবনটাকে আর নষ্ট করব না—কর্‌তে পার্‌ব না। এবার একেবারে সকলের বাইরে যেতে চাই—একেবারে মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত আলোয় অবগাহন করে' ধন্য হতে চাই। ঘনযবনিকার অন্তরালে, হে বধিরতম ভবিষ্যৎ, তুমি আমার জন্যে তোমার কোন রহস্য-কক্ষে সফলতার বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট একখানি মনোরম দৃশ্যপট কি রক্ষা কর্‌ছ না?

গান

(মিশ্র—দাদ্‌রা)

সাগর যখন ডাক দিয়েছে,
থাক্‌ব না রে থাক্‌ব না,
গিরি-গুহার অন্ধকারে
বন্ধ মোরে রাখ্‌ব না।
কঠিন-শিলা ধসিয়ে দিয়ে,
চূড়ায় চূড়ায় লাফাইয়ে,
আপন মনে কল্‌কলিয়ে
নাম্‌ব—মানা মান্‌ব না।
হিমের দারুণ পরশ-ভারে
জড়িয়ে মোরে জমিয়ে মারে,
রবির কিরণ বরষ ধরে'
বারেক তরে যাচ্‌ব না।
খোলাখুলি আলো হাওয়ায়,
খোলা নভে, খোলা হিয়ায়,
পুলক মগন রইব সদায়,
ধার ত কারু ধার্‌ব না!

যাত্রা-পথ

(১)

প্রান্তরে

মধু

কি অন্ধকার রাত!—কালো বাঘের মত হাঁ করে' এ যেন আমায় খেতে এয়েছে!—একটুও দয়া মায়া নেই?—অন্ধকার এত নিষ্ঠুর—এ'ত জানতাম না। এর গভীর অন্তস্থলে চোখ বিঁধিয়ে দিচ্ছি, তবু ভোরের কোন চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। সূর্য্যের আলোক-শিশুকে এ বুঝি গ্রাস করে' বসে' আছে? আমি চল্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু অন্ধকার আমার দৃষ্টি আগ্‌লে বসে থাক্‌ল! আমি কেমন করে' চলি?

আমি কোথায় আছি?—ঘরে না বাইরে? কিছুই ত ঠাওর করা যায় না, সব যে একাকার! উঃ শীতের কি কন্‌কনে হাওয়া—শরীরের সব রক্ত বুঝি জমে' গেল। একে অন্ধকার—তারপর শীত,—দুই-ই কি ভীষণ! এরা যুক্তি করে' আমার পায়ে শিকল বেঁধে দেবার আয়োজন করেছে। আমায় সাগর দেখ্‌তে দেবে না। কিন্তু এমন করে' সব সম্ভাবনা লোপ পেলেও, আমার সাগর দেখবার আশা ত লোপ পাচ্ছে না। আমি তাকে দেখ্‌ব—দেখ্‌তে পাব—হৃদয়ের কাণে কাণে কে যেন অনবরত শুনিয়ে যাচ্ছে। পাব—পাব, দেখ্‌তে পাব। এ অন্ধকার ঘুচে যাবে—এ শীতের হাওয়া সরে' যাবে,—পরিপূর্ণ আলো—বসন্তের সঞ্জীবনী সমীরণ-সুধা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' বসে' রয়েছে! নিশ্চিত নিশ্চিত।

ও—কি?—পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না? ঘাসের উপর অতি মৃদু-

মধুর পদধ্বনি ? এমন অন্ধকারে কে আস্‌ছে ? মানুষ না পশু ? মানুষই বটে ! এমন তালে লয়ে বাঁধা ধীরোত্থিত পদশব্দ মানুষ ছাড়া আর কার হতে পারে ? কে আস্‌ছে ? কেন আস্‌ছে ? কেউ চল্‌ছে না—এমন অন্ধকারে এ চলে' আস্‌ছে কেমন করে' ? অই—নিকট হতেও নিকট-তর !—অই—অই ! কেগা এই অন্ধকারে ? কই, উত্তর ত দিচ্ছে না ? কে তুমি ? একেবারে গায়ের উপর এসে পড়লে যে ? বাঃ, কে—তুমি ? বধির না কি ? শুন্‌তে পাচ্ছে না !

[কেহই আসিবে না। পূর্ব্ব হইতেই অন্ধকারের আড়ালে একজন দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহার গায়ে নাড়া দিয়া]

ওগো, তুমি কে ? উত্তর দিচ্ছ না কেন ? শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

অপরিচিত

পাচ্ছি।

মধু

তবে বল—তুমি কে ?

অপরিচিত

আমি কে !—কেমন করে' পরিচয় দেব ?

মধু

কেন, তোমার নাম ?

অপরিচিত

নাম কি আর আছে ?

মধু

সে—কি ? তুমি কি কর ?

অপরিচিত

কি যে করি—তাও ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু

ভাল—বেশ নতুন রকমের লোক দেখ্‌ছি ত! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

অপরিচিত

কোথায়ও নয়।

মধু

বেশ!—এই যে তুমি এখানে চলে' এলে?

অপরিচিত

আমি এলাম?—না—তুমি এলে?

মধু

বাঃ আমি ত এখানেই দাঁড়িয়ে আছি! তোমারি ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অপরিচিত

ভুল শুনেছ। ওটা আমার পায়ের শব্দ নয়। তোমারি পায়ের শব্দ পরের বলে' মনে হয়েছে।

মধু

আমার পায়ের শব্দ!!

অপরিচিত

হাঁ-গো-হাঁ, তোমারি পায়ের শব্দ। তুমিই ত চল্‌ছ—আমি ত আর চল্‌ছি নি।

মধু

আমি চল্‌ছি? ভীষণ অন্ধকার আমায় চল্‌তে দিচ্ছে কই? তবে চলবার ইচ্ছে আছে আমার।

অপরিচিত

ঐ ইচ্ছার তীব্রতাই তোমাকে চালাচ্ছে, তুমি বুঝ্‌তে পার নি।

মধু

এ ত বড় আশ্চর্য্য! আমি টের পাই নি আর তুমি পেয়েছ?

অপরিচিত

না পেলে আর বল্‌ছি কি? আর এ টের-পাওয়াটা কঠিন কিসে? সাগরে যারা যেতে চায়, তারা এই প্রান্তরেই—এমন ভাবেই এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

মধু

সাগর?—সাগরে আমি যেতে চেয়েছি তাও তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?

অপরিচিত

পেরেছি—প্রান্তরে যখন এয়েছ।

মধু

তুমি—না—না তুমি নয়—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন—এই ভয়ানক অন্ধকারে?

অপরিচিত

দাঁড়িয়ে আমি আছি—এটা ঠিক। কিন্তু কখন কোন্ খানে তা'ত বল্‌তে পার্‌ছি নি।

মধু

কেন?—এটা যে প্রান্তর তাত আপনিই বল্‌ছেন? আর অন্ধকার, তা কি আর আপনি দেখ্‌ছেন না?

অপরিচিত

প্রান্তর তোমার কাছে। অন্ধকার—সেও তোমার চোখে!

মধু

সে কিরূপ ?

অপরিচিত

বুঝ্‌বে না। সাগর না দেখ্‌লে তা বোঝা যায় না।

মধু

আপনি তবে সাগর দেখেছেন ? সাগরকে তবে দেখা যায় ?

অপরিচিত

(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া)

দেখ্‌তে চাইলেই দেখা যায়।

মধু

আমি দেখ্‌তে চাই। আপনি দেখাতে পারেন ?

অপরিচিত

কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি।

মধু

পারেন ?

অপরিচিত

পারি বোধ হয়—যদি তুমি চল্‌তে চল্‌তে না থাম।

মধু

না—না থাম্‌ব না। আপনি আমায় দয়া করুন।

অপরিচিত

থাম্‌বে না ?

মধু

না।

অপরিচিত

ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত কত কি বিপদ আস্‌বে!—ভয় পেয়ে থাম্‌বে না?

মধু

আজকার মন নিয়ে বল্‌ছি—থাম্‌ব না।

অপরিচিত

কত সৌন্দর্য্য—কত মাধুর্য্য তোমায় পদে পদে আটকে রাখ্‌তে চাইবে—তুমি সে সবে ভুল্‌বে না?

মধু

ভুলও যদি করি, তবে আপনার সাহায্যে সে ভুল ভাঙবে না কি?

অপরিচিত

ভাঙবে—যদি সাহায্য উপেক্ষা না কর।

মধু

সাগরের পথে যেতে সাহায্য কর্‌বেন আপনি, তাই কর্‌ব উপেক্ষা?—এ ত কখনই মনে হয় না।

অপরিচিত

তবে সম্মত হলাম।

মধু

অই যে চাঁদ উঠ্‌ছে! কৃষ্ণসুনিবিড় সুপ্ত গ্রামগুলোর গাছের আগা শাদা হয়ে উঠ্‌ল—এই যে চারদিকে কেমন আধ আলো,—আধ ছায়া! এইবার আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনি এত সুন্দর!

অপরিচিত

আলো দেখ্‌তে পেয়েছ, তাই সুন্দর লাগ্‌ছে।

মধু

আপনাকে কি বলে' ডাক্‌ব ?

অপরিচিত

যা খুসী—তাই বলে'।

মধু

তবে যখন যা মনে আসে, তাই বলে'ই ডাক্‌ব। সাড়া দিতে হবে কিন্তু।

অপরিচিত

বেশ, তাই ক'রো। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) একবার ভাল করে' তাকাও দেখি আমার দিকে। (মধু তাকাইল, তাহার কাঁধে হাত দিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছ ঐ সদ্যপ্রসূত জ্যোৎস্নাজ্যোতি ? ঐ ধরে' চলে যাও—এই এদিকে। ও জ্যোৎস্নাও থাক্‌বে না,—নিভে যাবে। ভোরের অন্ধকার আস্‌বে, তা'ও থাক্‌বে না। তারপর উঠ্‌বে সূর্য্য—তখন রাস্তাটা দেখ্‌তে পার্‌বে ভাল করে'। সূর্য্য উঠবে, জ্বলবে, আবার অস্ত যাবে। আবার আস্‌বে রাত্রি—কখনও অন্ধকার, কখনও জ্যোৎস্না। আবার আস্‌বে দিন। এমন করে' দিন আর রাত্রির মধ্য দিয়ে চল্‌তে হবে—কতকাল, কে বল্‌বে ? কিন্তু তারপর পৌঁছুবে গিয়ে এমন জায়গায়—যেখানে দিনও নেই, রাত্রিও নেই, অথচ চির আলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তেমন আলো চোখে কখনও দেখনি। জান্‌বে তখনই সাগর তোমার অদূরে। যাও চলে' যাও, কোন ভয় নেই। যত কাঁদবে, তত পথ এগিয়ে যেতে পার্‌বে। কান্নায় বিরাম দিয়ো না—দিতে পারবেও না যখন সাগরকে একবার প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে চেয়েছ ! হাজার বৎসর ধরে' তর্পণ কর—বক্তৃতা কর, যা-ই কর না কেন—চোখের এক ফোঁটা জল না পড়্‌লে পথ কখনই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—তাই

নানান্ পথের মুখে বসে'ও লোকে পথটা দেখ্‌তে পায় না। দেখ্‌তে পায় না বলে'ই কেবল জট্‌লা করে—চেঁচামেচি করে—কিন্তু চলে না! সবাই অটল ভাবে বসে' থাকে। বসে' থাক্‌বে না কেন? অত গলদ! ভিতরে গলদ—বাইরে গলদ! সেই গলদে তাদের পা রয়েছে আটকা!—কেমন করে' চলবে? কেউ কেউ বা জোর করে' বাইরের গলদ ভাঙতে চায়—কিন্তু ভিতরের গলদ আগে না ঘুচলে—বাইরের গলদ ভেঙে কি হবে? সাগর যারা দেখ্‌তে চায়, অমন জোড়াতাড়া, অমন লুকোচুরি—অমন চালাকী করলে ত আর তাদের পক্ষে চল্‌বে না! একেবারে সবদিকে ধোয়ামোছা তক্‌তকে ধপ্‌ধপে্ হতে পারলে, তবে সাগর দেখবার পথে চলা যায়।—নইলে সব ব্যর্থ আড়ম্বর—সব ভূয়ো—সব ফাঁকি!

তোমার বেদনা যখন জেগেছে, তখন আর ভাবনা নেই! চোখের জলে ধূলির ধূসরতা ধুয়ে মুছে ফেলো—চল্‌তে কোন বাধা পাবে না (পিঠে হাত দিয়া) যাও—এগিয়ে যাও। ভয় কি?

---

[২]

লোকালয়ে

[মধুর প্রবেশ]

মধু

এ কি ? আবার যে লোকালয়ে এসে পড়লাম ! যেখান থেকে পরিত্রাণ চাই, পথ আমায় সেইখানেই টেনে আন্‌লে ? ও কি ভীষণ জনকোলাহল !—ও কি প্রখর জনতা-স্রোত ! ঐ যে হাট বাজারের দরদস্তর চল্‌ছে—ঐ যে ধনীর ঘরে টাকার ঝন্‌ঝনানি—এই যে পাশের ঘরে নৃত্যরব—বিলাস-সঙ্গীতের অবিরল উচ্ছ্বাস ! এ কোথায় এলাম ?

বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—হিংসুকের গুপ্ত ছুরিকা এখানে চক্‌মক্‌ করে' উঠ্‌ছে—ক্রোধীর আরক্ত চক্ষু কট্‌মট্‌ করে' চেয়ে আছে—লোভীর রসনা লক্‌ লক্‌ কর্‌ছে—কামুকের রক্তগণ্ড নেশায় ভরপুর ! না—না এখানে থাকা নয় ! আমার মনটাকে এরা চারদিক হতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তে চাচ্ছে ! এখান হতে পালানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এ কি ?—পালাতে চাইলেই এরা আরও ঘিরে' দাঁড়ায় যে ! এ কি বিঘ্ন ! এরা আমায় চল্‌তে দেবে না ? না—আমি চল্‌বই চল্‌ব। কে আমার পথ আটকায় দেখা যাক্‌। (কিছু দূর অগ্রসর হইয়া) ঐ যে কতকালকার পরিচিত মুখচ্ছবি সব উঁকি মারছে ! ঐ যে বাল্যকালের হরি, রামা, নসু—ঐ যে বীণু, শ্যামা, ললিতা—ঐ যে বিশে রাখাল, গোপাল গোয়ালা, মাধব মুদী—ঐ যে কেষ্টা চাকর—বিধু ঝি, কত-না পুতুলখেলা, কত লুকোচুরী, কত লাফালাফি, কত-না আষাঢ়ে গল্প ! ঐ যে দিদিমার আদর—বাবার শাসন—গুরুমশাইয়ের ভয় ! ঐ যে পরিণত বয়সের কত বন্ধু—বঙ্কিম,

চঞ্চলকুমার, নিবারণদা, ঐ যে নিজের সৃষ্ট কত না কর্ম্মজাল, কত অধ্যয়ন, কত অধ্যবসায়! বেশ লাগ্‌ছে! আমার প্রীতিকে এরা কত না উপায়ে গ্রহণ্ করেছে—এদের কথা কি ভোলা যায়? কি সুন্দর এরা! কি মধুর এরা!

না—না এ কি কর্‌ছি? আমি যে দাঁড়িয়ে গেলাম! এমন কর্‌লে ত সাগর দেখা ঘট্‌বে না। এরা সব গুলোই আমার পথের বিঘ্ন। ঠেলে ফেলে দিতে হবে—ঠেলে ফেলে দিতে হবে—এ সবে মন দিলে আর চল্‌বেনা। এতদিন ত এদেরেই মুখ্য করে' জীবনে মেনে নিয়েছিলাম, সাগর ছিল গৌণ। কিন্তু যে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাকে গৌণ করে' রাখ্‌লে, সে কি আর দেখা দেয়? ঐ অচলদেব, ঐ নবীনচন্দ্র তাই এখনও তার সন্ধান বল্‌তে অক্ষম। সংসারকে গৌণ করে' সাগরকে মুখ্য না করলে—কখনই তার পথে চলা হবে না। আমি যখন চল্‌তে চেয়েছি, তখন আর থামা নয়। সাগর—সাগর, তুমি আমার সব হৃদয়টাকে দখল করে' বস। এমন করে' দখল কর, যেন আর কিছু সেখানে ঢুক্‌তে না পায়!

গান

(ভৈরবী—কাওয়ালী)

হৃদয় দিতে চেয়েছিলাম,
দেইনি আলস ভরে,
আপন মনের স্বপন নিয়ে,
দূরেই আছি সরে'!

কত শত মুখের সাথে,
কত সুখের বেদনাতে
দিবস গেছে কাটি,
রসের ভিয়ান নানান মতে,
করেছি গো আপন মতে,
ভরেছি এই বাটি—
সেই রসে আজ পা ডুবেছে,
ছাড়াই কেমন করে' ?

ডাগর পরাণ ওগো সাগর,
বসে'ই আছ চিরজাগর,
দেখিছ মোর খেলা,
গুণ গুনিয়ে কেমন করে',
জীবনের এই বরষ ধরে'
ভাসাই শুধু ভেলা !—
ভুল করেছি !—ভুল ক'রোনা,
দখল কর মোরে ।

---

[৩]

বন-পার্শ্বে

[মধুর প্রবেশ]

মধু

পথ চল্‌তে আরম্ভ করে' এ কোথায় এসে সন্ধ্যা হল! সাম্‌নে ঐ যে বিরাট বন দেখতে পাচ্ছি। বনের ছায়ায় অন্ধকার এসে মিশল—এখন কি করি? কই পথ কই? তার রেখা পর্য্যন্ত মিলিয়ে গেল যে! দেখি ভাল করে'। (এ দিক ও দিক পরিক্রমণ)—না—না—পথ ত আর দেখা যাচ্ছে না। কেমন করে' চলি? হায়, হায়, এবার বুঝি এখানেই ঘুরে মরতে হল! পথ বুঝি আর নেই! এখানেই বুঝি পথের শেষ! তাঁর কথায় এতদূর চলে' এসেছি—কিন্তু এ যে ঠিক পথে এসেছি, তার নিশ্চয়তা কি? বুঝি আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে রে—অগোগোড়াই ভুল! অপরিচিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' কি মূর্খতার কাযই না হয়েছে! সব ভূয়ো!—সব ভূয়ো! সাগরে যাওয়ার পথ কেউ জানে না! সকলেই সকলকে ঘুরিয়ে মারছে। হয় ত সাগরই বুঝি নেই রে, তাই এত গণ্ডগোল! আমার সব হাঁটা মিথ্যা, আমার লক্ষ্যটা মিথ্যা—আমার জীবনটাই একেবারে মিথ্যা হয়ে পড়ল? আজ সমস্ত অন্তরের আক্রোশ দিয়ে বল্‌তে ইচ্ছে করছে—সব মিথ্যা—সাগর মিথ্যা—সাগরে যাওয়ার পথ যারা বলে' দেয়—তারা মিথ্যা! সব মিথ্যা!

ওগো অপরিচিত, ওগো ভণ্ড, ওগো নিষ্ঠুর, আজ তুমি কোথায়? আমায় এমন করে' পথ ভুলিয়ে মারবার কি দরকার ছিল তোমার? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি! তুমি আমায় পথ বলে' দিলে—

আমি বিশ্বাস করে' নিলাম—কেন কর্‌লাম ?—তোমার মূর্ত্তিটি দেখে-ছিলাম বড় সুন্দর,—উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার মধ্যে স্থির বিদ্যুতে গড়া তোমার দেহখানি—দেখে মনে হল—এই-ই আমায় ঠিক পথ বলে' দেবার উপযুক্ত লোক। ভুল করেছি—ভুল করেছি। এ্যাঁ, সত্যই কি ভুল করেছি ? অমন সৌন্দর্য্য যার, তার মধ্যে কি কুটিলতা থাক্‌তে পারে ? না—না, ভুল করি নাই। না—না, ভুল করেছি। না—না, কি করেছি, তাই-ই ভাল করে' বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

ও কি !—বনের মাথায় আগুন জ্বলে' উঠ্‌ল কেন ? ওঃ—চাঁদ উঠ্‌ছে ! যাক, বাঁচা গেল, অন্ধকারে আর ত অন্ধ হয়ে' থাক্‌তে হবে না। যদি পথ থাকে, তবে তাও একটু ভাল করে' দেখে নেওয়া যাবে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ) এই যে পথ আছে ! তার রেখাটা কিছু ধরা যাচ্ছে। ও কে পথের উপর বসে' ? এমন বিজনতার মধ্যেও জীবনের স্পন্দন ! কেগো তুমি ?

অপরিচিত

[অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্ব হইতেই বসিয়া থাকিবে]

ভণ্ড—নিষ্ঠুর।

মধু

এ্যাঁ—আপনি ? আপনি এখানে বসে' রয়েছেন, তবু আমাকে সাড়া দেন নি ?

অপরিচিত

দেখ্‌ছিলাম তুমি কি কর।

মধু

বড় অপরাধ হয়ে গেছে—আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন, (অপরিচিতের পদধারণ) ক্ষমা করুন।

অপরিচিত

পা ছাড়—পা ছাড়। ও কি কর ?—পাগল হয়েছ !—তোমার দোষ কোথায় ? ও ভুল যে করবেই—অমন সবাই করে' থাকে।

মধু

না—না দোষ হয়েছে। আমায় ক্ষমা নয়—শাস্তি দিন।

অপরিচিত

শাস্তি ? হাঁ দিচ্ছি। (মধুর শিরশ্চুম্বন) কেমন,—হল ?

মধু

এবার থেকে আপনি আর দূরে থাকবেন না। দূরে থাকলেই যত বিপদ।—আবার হয়ত কি সাজ্ঘাতিক ভুল করে' বস্‌ব !

অপরিচিত

দূরে কোথায় ?—নিকটেই ত রয়েছি। দূর মনে কর কেন ?

মধু

কই, দেখ্‌তে যে পাই না !

অপরিচিত

ভাল করে' দেখনা, তাই দেখ্‌তে পাও না।

মধু

কেমন করে' ভাল করে' দেখা যায় ?

অপরিচিত

আপ্‌নিই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

মধু

বুঝ্‌তে পার্‌ব ?

অপরিচিত্

পারবে।

মধু

তবে আশীর্ব্বাদ করুন আপনার উপর আমার বিশ্বাস যেন অটল হয়।

অপরিচিত

অটল করতে চেষ্টা করলেই অটল হবে।

মধু

তবু আশীর্ব্বাদ করবেন না?—কি ভয়ানক লোক আপনি!—আপনাকে বুঝতে পারলাম না,—আপনি এখনও আমার অপরিচিত!

অপরিচিত

পাগল—একেবারেই পাগল! বড় কষ্ট হচ্ছে তোর—না রে? কষ্ট ত হবেই। শুয়ে বসে' আরাম করে' কি আর সাগর দেখা যায়? কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—কত বৃহৎ বৃহৎ বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়!—কোনটা আসে ভীষণ বেশে, কোনটা আসে মোহন রূপ ধরে', কিন্তু কোনটার কাছেই মাথা নোয়াতে নেই—সকলের সঙ্গেই লড়াই করতে হয়—আর সাহস রাখতে হয়,—রণে ভঙ্গ দেব না, জয়লাভ করবই করব। সত্যই তাহলে জয়লাভ করতে পারা যায়

মধু

সে কি আমার শক্তিতে কুলোবে? আমি যে বড়ই দুর্ব্বল!

অপরিচিত

সে কি রে?—নিজকে অত দুর্ব্বল ভাবিস্ কেন? এই যে এতটা বাধা ঠেলে চলে' এলি, কেমন করে' এলি, বল্ ত?

মধু

তা'ত বুঝ্‌তে পারি নি।

অপরিচিত

নিজের শক্তিতেই এসেছিস্।

মধু

আমার শক্তি? না—না এটা আপনারি দয়া!

অপরিচিত

পাগল!

মধু

তা যাই-ই বলুন, আমার কিন্তু বিশ্বাস আপনার দয়া ছাড়া আমার এক পাও নড়্‌বার সামর্থ্য নেই। তাই ভয় হয়, কখন কি অপরাধ করে' সেই দয়া হ'তে বঞ্চিত হয়ে পড়ি!

অপরিচিত

আর ভয় কি রে? দুর্গম পথ ত প্রায় ফুরিয়ে এল, এখন জোর করে' চলে' যা।

---

[৪]

ঝরণা-তলে

[গাহিতে গাহিতে মধুর প্রবেশ]

গান

(পিলু বাঁরোয়া—যৎ)

ঐ ঘর-ছাড়া
মোরে করেছেরে ঘর-ছাড়া !
আজ পথের নেশা ধরিয়ে দিয়ে,
পথে এনে দেয় না সাড়া।

পুঁজি-পাটা বসন-ভূষণ মোর
হাত পেতে সে চেয়ে নিয়ে,
পরিয়ে দিল ডোর,
কাঙাল করি কেমন করে'
কাঁদিয়ে মারে চোখ-তাড়া !

যতই তাহার নিঠুর ব্যভার পাই,
ততই তারে গভীর ভাবে
বুকের কাছে চাই
তাই আদর্শনে এমন আমার
হৃদয়মাঝে দেয় নাড়া !

বন-মরু-মাঠ কত নগর গাঁয়,
পথ যে আমায় দিবানিশি
ঘুরিয়ে মারে হায় !
তার শেষ-সীমানা পাই না কেন,
হলাম কিরে দিক্‌হারা ?

ওগো অপরিচিত, ওগো সুপরিচিত, ওগো নিষ্ঠুর, ওগো করুণ, ওগো শত্রু, ওগো মিত্র, ওগো আমার কি-যেন-কি, আজ তোমায় দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে কর্‌ছে। তুমি বলেছ, তুমি কাছেই থাক, ভাল করে' চাইলেই তোমাকে দেখা যায়। আমি ত চাচ্ছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি কই? তবে বুঝি এ চাওয়াটা ভাল করে' চাওয়া হচ্ছে না! কেমন করে' ভাল করে' চাইতে হয়, আমায় শিখিয়ে দাও—আমি তোমায় প্রাণ ভরে' দেখি। তুমি এত সুন্দর!—এত মধুর!—তোমায় না দেখে থাকা যায়? সাগর কোনদিন দেখিনি, কোনদিন দেখ্‌তে পাব কি না, তা'ও জানি নি। কিন্তু তোমায় দেখেছি—আমার চোখে, মনে কি অপরূপ অঞ্জন লেগে গেছে!—তাই মূহুর্ত্তমাত্র তোমাছাড়া থাকৃতে সাধ হচ্ছে না। (খানিকটা গমন)

এই যে একটা ঝরণাতলায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল। কত বনজঙ্গল মাঠ পেরিয়ে, কত কত প্রাণহীন নগরীর সৌধশ্রেণী ছাড়িয়ে, কত কত নির্ব্বাক্ জনপদের শ্যামলতা এড়িয়ে, কত বিরাট মরুভূমির মারাত্মক শুষ্কতা সহ্য করে' এসেছি। বড়ই ক্লান্ত, তৃষার্ত্ত হয়ে পড়া গেছে। এখন ঝরণাতলায় খানিকটা বিশ্রাম করা যাক্। (উপবেশন) আঃ শরীরটা জুড়িয়ে গেল!—কেমন মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়া এখানকার! আর পিপাসাও বুঝি থাকৃল না!

ওগো প্রাণ-প্রিয়, এখন একবার দেখা দাও। দুঃখে তোমায় ডেকেছি—কখনও দেখা পেয়েছি, কখনও পাই নি, আজ এই শান্তিতে তোমার সঙ্গ কত সুখের হয়, জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। দেখা দাও—দেখা দাও।

এ-কি! সমস্ত ইন্দ্রিয় যে শান্তির রসে অবশ হয়ে পড়্‌ছে! চোখ যে আর তুল্‌তে পার্‌ছি নি! আঃ একটু ঘুমোই। (শয়ন ও মুদিত

নেত্রে) এই যে বন্ধু আমার এসে দাঁড়িয়েছে ! বেশ !—বেশ ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে ভাল করে' দেখে নি। অনেকদিন দেখা দাও না, আজ ভেসে উঠেছ—একেবারে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ! আর কি চোখ ফেরাতে পারি ? দাঁড়াও—দাঁড়াও, সরে' যেয়ো না—দাঁড়াও। ওগো অপরিচিত, বহুদিনের না দেখায়, তোমার পরিচয় ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পেয়েছি—মনে হয়েছে, তুমিই আমার সব। কিন্তু তবু এখনও তোমায় ভাল করে' চিন্‌তে পারি নি—তুমি যে বড় রহস্যময় !—এখনও ভুল কর্‌বার আশঙ্কা আছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার স্মিতহাস্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা ছিন্ন করে' নি। (খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

কই—কই ? বন্ধু, কোথায় গেলে তুমি ? এইযে এইমাত্র তোমায় দেখ্‌তে পেলাম—আবার লুকোলে কেন ? একেবারে সব শূন্য হয়ে গেল যে ! * * * ও আবার কার মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল ? এমন বিরাট বিশাল বপু ত কখন দেখিনি ! ও কি রাগরক্ত চোখ ! ওকি ভীষণ ভ্রূকুটি ! ও কি বিস্ফারিত নাসা ! কার এ রুদ্র মূর্ত্তি ? ও—ও ! এযে একেবারে মূর্ত্ত বিপদ !—একেবারে মূর্ত্ত মরণ !—প্রলয়ঙ্কর বদন ব্যাদান করে' গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে—আমায় গ্রাস করে' ফেল্‌বে—চরাচর গ্রাস করে ফেল্‌বে—ও—ও—গেলাম, গেলাম—হৃদয়-বন্ধু, কোথায় তুমি ? এস-এস—রক্ষা কর। একি ! মূর্ত্তিটার মুখ যে আমার বন্ধুরই মত ! এযে বন্ধুরই মুখ ! এ্যাঁ, বন্ধু আমার এত ভীষণ ? বেশ-বেশ ! তবে ত আর ভয় নেই—আমার বন্ধু, সে ভীষণ হোক—যেমন হোক—সে আমারি বন্ধু ! এই যে ভীষণ রূপ ঝরে' পড়ে গেল ! বন্ধু আমার যেমন, তেমন করে'ই দাঁড়িয়েছে—কি সুন্দর !

(খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)

বন্ধু, এ আবার কি হল ? তুমিই যে পথ হয়ে আমার সামনে বিস্তীর্ণ

হয়ে পড়্‌লে! ও—কি? তুমিই যে গলে' গলে' সুনীল আকাশের মত তরঙ্গায়িত কি যেন-কি হয়ে পড়্‌ছ! এ কি পরিবর্ত্তন! একি মনোহর বিস্ময়! না—না এটা ভ্রান্তি! তুমি এ-নও—তুমি ও-নও—তুমি—তুমি! যেমন করে' আমার মর্ম্ম মাতিয়েছ, তোমায় তেমন করে' দেখ্‌লেই আমার ভাল লাগে! তেমন করে'ই আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াও।

এই যে দাঁড়িয়েছ! বেশ—বেশ! আমার কথা তবে তুমি শুনে থাক? শুন্‌বে না কেন? আমারই ত তুমি—তোমারি ত আমি, না শুন্‌লে চল্‌বে কেন? তুমি গোপনে গোপনে আমার অস্থিচর্ম্মে প্রবেশ করেছ, তুমি গোপনে গোপনে আমার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়েছ, তুমি গোপনে গোপনে আমার সবটা দখল করে' নিয়েছ। এখন আমি ডাক্‌ছি—তুমি শুন্‌বে না!—এ কি কখন হয়? আমার মর্ম্মের ডাক, সে বুঝি এখন তোমারি ডাক। আর কি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার? এখন একবার ভাল করে' তাকাও দেখি,—তোমার স্নিগ্ধ নয়নের মধ্য দিয়ে আমার হৃদয়ের সত্যকারের ছবিটা দেখে জীবন সার্থক করি।

---
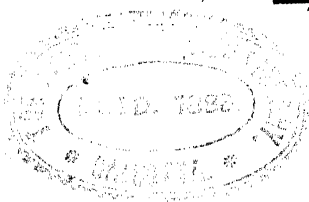
[৫]

গিরি-গাত্রে

[বন্ধুসহ মধু]

মধু

ভিতরে 'আপনি'র বেড়া ভেঙে গেছে। তাই বাইরেও সেটা ভেঙে দিলাম। আজ আপনি—আমার তুমি। বন্ধু, আজ আর আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমার কাছে কাছে থাক্‌তে পাচ্ছি, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে? কাছে—এত কাছে যে অনেক সময় মনে হচ্ছে তুমি আমি এক হয়ে গেছি!—শরীরের ব্যবধানও বুঝি নেই!

তোমায় কাছে পেয়েছি বলে'ই আজ নির্ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি দিতে পারছি। এই যে চারদিককার তরুলতায় জীবনের সরসতা—শ্যামলতা! এই যে চরাচরে—জড়েজীবে মিলনের অদ্ভুত-আনন্দ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি—বসন্ত এয়েছে। তার গোপন আবির্ভাবে স্থাবর জঙ্গমে আনন্দের বিচিত্র লীলামাধুর্য্য। আজ এই আনন্দে—এই মিলনের মাধুর্য্যে অবগাহন করে' ধন্য হলাম। কোথা হতে অদৃশ্য ফুলরাশির সৌরভ ভেসে আস্‌ছে? প্রাণটা মাতাল হয়ে উঠ্‌ল, দেখ্‌ছি! কোথায় বাজ্‌না বাজ্‌ছে না? কেমন মধুর বাজ্‌না! কাণ পেতে কেবল শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। বন্ধু, বড় সুন্দর জায়গায় আমাকে এনে ফেলেছ!

ঐযে এ কেমন আলো এখানে ফুটে উঠ্‌ল? এমন আলো ত চোখে কখনও দেখি নি! এ কিসের আলো?—সূর্য্যের? না—না, সূর্য্যের আলো

ত এত স্নিগ্ধ নয়! এ কি চন্দ্রের আলো? না—না, চন্দ্রের আলোত এত শুভ্র নয়! বন্ধু, এ কি আলো? কিসের আলো?

বন্ধু

এই আলোর কথাই পূর্ব্বে বলেছিলাম।

মধু

এই আলোয় আজ নিকট, দূর দূরান্তর সব পরিষ্কার হয়ে দেখা দিচ্ছে। এদিকে এই পর্ব্বতের সানুদেশে, যেখান দিয়ে আমি চলে' এসেছি, সব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। সেখানে চলবার সময় কত উঁচু-নীচু, খাল-খন্দ, কত ভেদ-ব্যবধান দেখা গিয়েছিল, এখন এখান হতে, এই আলোর সাহায্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সব এক রকম, কোথাও কোন ভেদ নেই, উঁচু নীচু সব সমান! বন্ধু, দেখ ত এদিকে, বল ত, আমার দেখাটা ভুল হল কি না?

বন্ধু

ভুল হবে কেন? ঠিকই দেখেছিস্। এখানে উঠে, এই আলো পেয়ে ঐরূপই দেখা যায়। এখানে না উঠে যারা অমন দেখার কথাটা বলে, তাদের সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সেটা ভাঙতেও বিলম্ব হয় না। এই আলোকে ভিতর-বাহির সব একাকার করে' দেয় রে—সব একাকার করে' দেয়! এ আলোর দেখা ভাঙে না, কখনও ভাঙে না! উঠে চল্, উঠে চল্—আরও কত কি দেখ্‌তে পাবি। এখা-নেই দাঁড়িয়ে থাস্ নি। সাগর দেখ্‌তে হবে—সাগরে সাঁতার খেল্‌তে হবে—সাগরে ডুব্‌তে হবে—নাইতে হবে। তারপর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আনন্দে ফিরে যেতে হবে আবার সেই উল্টাডাঙার রাজপথে। সেটা ঠিক ফেরা নয়, তবে আপাতত ফেরা বলে'ই বল্‌তে হল।

তুই যেমন কেঁদেছিলি, তেমনি কত .কত তৃষার্ত্ত—কত কত দুঃখ-দৈন্য মলিনতায় আচ্ছন্ন—কত কত স্বাস্থ্যহীন—শক্তিহীন—লাবণ্যহীন সাগরের জন্যে কেঁদে মরছে। তাদের কাছে ফিরে না গেলে চল্‌বে কেন? এই পথের বার্ত্তা—আনন্দের সন্ধান তাদিগকে দিতেই হবে—নইলে তোর নিজের শান্তিই অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাক্‌বে যে!

মধু

সে কি বন্ধু! আবার উল্টাডাঙা? আবার প্রত্যাবর্ত্তন? আবার জনকোলাহল?

বন্ধু

হাঁ, আবার সবই—কিন্তু নতুন ধরণে। ভয় নেই—এবার আর তোর বিক্ষেপ আস্‌বে না।

মধু

না—না আমায় এমন আদেশ ক'রো না।—আবার লোকসংসর্গ? বেশ চলেছি—নিজের আনন্দে! এ হতে আমায় বঞ্চিত হতে ব'লো না। বড়ই ভয় হয়।

বন্ধু

বল্‌ছি, ভয় নেই। সাগরে সাঁতার কাট্‌লে কি আর ভয় থাকে রে? যে পূর্ণতা অর্জ্জন করে' তুই ফির্‌বি, উল্টাডাঙায় এমন কি আছে যে তার ক্ষতি কর্‌তে পারে?

তুই জানিস্ নি, প্রায় সকলকেই এমন করে' ফিরতে হয়। কেউ হয়ত অল্প দিনের জন্যে ফেরে, কেউ হয়ত ফেরে বেশী দিনের জন্যে। তারপর হঠাৎ কোনদিন তারা সাগরে এমন ডুব মারে যে আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না!

আচ্ছা, মনে করে' দেখ্‌ত, কারু কাছে ঠিক পথের বার্ত্তাটি না পেলে তোর কি দশা হ'ত?

মধু

বুঝ্‌লাম। তোমার যা ইচ্ছে—তাই-ই হবে।

[উভয়ের আরও উচ্চে আরোহণ]

মধু

বাঃ বাঃ ঐ দিক্‌কার দিগন্তের দৃশ্যটি ত বড় চমৎকার!—এমন অবাধ বিস্তার, এমন উন্মুক্ত দিক্‌চক্র ত কখনও দেখি নি! ওর সারা বুকটা জুড়ে এ কি প্রবল ধুধুর খেলা! আলোর ধুধু!—সৌন্দর্য্যের ধুধু! মাধুর্য্যের ধুধু! গাম্ভীর্য্যের ধুধু!—সব ধুধুময়! চোখ যে একেবারে ধুধুর নেশায় জড়িয়ে গেল!

বন্ধু, বন্ধু, শোন ত একবার—ঐ নির্ব্বিকার দিগন্তের হৃদয় ভিন্ন করে' একটা গর্জ্জন ভেসে আস্‌ছে না?—একটা ভীষণ মধুর গর্জ্জন? শোন—শোন, কি অবিরলোত্থ গর্জ্জন! যে বাতাসে ঐ বিপুলধ্বনি ভেসে আস্‌ছে, তাতে কি প্রাণস্নিগ্ধকর শৈত্য! এ-কি!—আমার সারা অঙ্গে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ফুটে উঠ্‌ল যে!—একি আমি এমন শক্তিমান হয়ে উঠ্‌লাম কেমন করে'?—এ কি বিরাট বীর্য্য—এ কি বিপুল শান্তি—এ কি গভীর আনন্দ আমার মধ্যে আবির্ভূত হচ্ছে!—বন্ধু, বন্ধু, সাগর কি তবে ঐ?

বন্ধু

ঐ—ঐ! আরো ওঠ্‌—আরো যা।